কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে বাইআ'ত, সিরাতে মুস্তাকীম ও ইসলামের অপরিহার্য বিষয়াবলীর উপর এক গুরুত্বপূর্ণ কিতাব

বাইআ'ত ও সিরাতে মুস্তাকীম

শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

পরিচালক	: মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ।
খতীব	: মারকাজ জামে মসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।
সাবেক মুহাদ্দিস	: জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাত মসজিদ মাদরাসা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।
সাবেক শাইখুল হাদীস	: জামিয়া ইসলামিয়া মাহমুদিয়া, বরিশাল। মোবাইল: ০১৭১২১৪২৮৪৩

আল হাদীদ পাবলিকেশন্স

(মারকাজের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান)

মেট্রো হাউজিং, বছিলা রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

মোবাইল: ০১৭১২১৪২৮৪৩, ০১৯২৫৯৩২৫৬৫

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে বাইআ'ত, সিরাতে মুস্তাকীম ও ইসলামের অপরিহার্য বিষয়াবলীর উপর এক গুরুত্বপূর্ণ কিতাব

বাইআ'ত ও সিরাতে মুস্তাকীম

শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

সহযোগিতায়:

মুফতী মুহা:রহমতুল-াহ

শিক্ষক: মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া, ঢাকা

প্রকাশনায়:

আল-হাদীদ পাবলিকেশন্স

(মারকাজের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান)

মেট্রো হাউজিং, বছিলা রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

মোবাইল: ০১৭১২১৪২৮৪৩, ০১৯২৫৯৩২৫৬৫

www.markajululom.com
www.markaj.webnode.com
http://jumuarkhutba.wordpress.com

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০১২ ইং

মূল্য ঃ ৪০ (চলি-শ) টাকা মাত্র।

Bayat o Sirate Mustakim
Shaikh Mufti Jashimuddin Rahmani
Al Hadid Publications
Price : 40.00 Tk. US.$ 2.00

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বের মুসলিম জাতি আজ দু'টি বিষয়ে খুবই উদাসীন। অথচ ইসলামের অস্তিত্ব ও স্থায়ীত্বের জন্য ঐ দুটো জিনিষ খুবই প্রয়োজন। একটির সম্পর্ক ঈমান ও আক্বিদার সাথে, অপরটির সম্পর্ক আমলের সাথে। একটির সম্পর্ক ইবাদতের ভিতরের অবকাঠামোর সঙ্গে, অপরটির সম্পর্ক বাহিরের অবকাঠামোর সঙ্গে। আর তা হলো: তাওহীদ ও জিহাদ।
তাওহীদ হলো মুসলিম জাতির ঈমানের মূল ভিত্তি বা ভিতরের অবকাঠামো। আর জিহাদ হলো ইসলামের স্থায়ীত্বের মূল ভিত্তি বা বাহিরের অবকাঠামো।

অন্তরে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হবেন আল-াহ (সুব:)। সেই লক্ষ্যের দিকে চলতে হবে ঐ পথ ধরেই যে পথ ' تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ' রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত, ' نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ' রূহুল আমীন জিবরাইল (আ:) এর মাধ্যমে নাযিলকৃত এবং ' عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ' যা নাযিল করা হয়েছে রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর অন্তরে। যাতে তিনি লোকদের সতর্ক করতে পারেন। অর্থাৎ সকল কাজ করতে হবে রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর বাতলানো পদ্ধতি বা অহীর অনুসরন করে।

কিন্তু আজ মুসলিম জাতির ভিতরে এই দু'টি জিনিষেরই অভাব। কারো ভিতরে তাওহীদ আছে কিন্তু জিহাদ নেই। বরং আছে বহু দলীয় গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র ইত্যাদির মাধ্যমে বহু রব ও বহু ইলাহের ইবাদত। আবার কারো ভিতরে জিহাদ আছে কিন্তু তাওহীদ নেই। আছে পীর-মুরিদী, কবর-মাজার, খানকা-দরগা ইত্যাদি কর্তৃক তৈরীকৃত সুন্নাহ বিবর্জিত বহু ত্বরীকার মনগড়া আমল। আর এর মাধ্যমে সহজে জান্নাতে যাওয়ার নব আবিস্কৃত শিরক-বিদআতে জর্জরিত চিশতিয়া, কাদেরিয়া,

নকশাবন্দিয়া, ছাবেরিয়া ইত্যাদি নামক তথাকথিত শর্টকাট রাস্তা। যার ফলে উম্মাহ আজ সঠিক পথ নির্ধারণে দ্বিধাগ্রস্থ।

এই সার্বিক বিষয়টিকে সামনে রেখে অতি সংক্ষেপে ইসলামের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় **'বাইআ'ত'** ও **'সিরাতে মুস্তাকীম'** সম্পর্কিত মৌলিক শিক্ষাগুলো এই বইয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। যাতে করে মুসলিম জাতিকে মানব রচিত সকল প্রকার তন্ত্র-মন্ত্র পরিহার করে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক জীবন গঠনের পথ দেখানো যায়।

যেহেতু আমি নিজে কোন বাংলা সাহিত্যিক নই এবং আমার সঙ্গে যারা এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে সহযোগীতা করছে তারাও কেউ বাংলা ভাষায় পারদর্শী নয়, তাই ভাষাগত ভুল-ত্রুটি থাকা খুবই স্বাভাবিক। তাই ভাষার দিকে না তাকিয়ে বিষয়বস্তুকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্যই বিশেষভাবে অনুরোধ রইল। আল-াহ (সুব:) আমাদের সকলকে তাঁর দ্বীনের জন্য কবুল করুন। আমীন!

মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন রাহমানী
পিতা: মৃত নূর মুহাম্মদ হাওলাদার
গ্রাম+পোষ্ট: হেউলিবুনিয়া, থানা+জেলা: বরগুনা
পরিচালক: মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া
বছিলা রোড়, মুহাম্মদপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ
মোবাইল: ০১৭১২১৪২৮৪৩

সূচীপত্র

اَلْبَيْعَةُ "বাইআ'ত"

مَعْنَيْ الْبَيْعَةِ لُغَةً: শাব্দিক অর্থে বাইআ'ত:

বাইআহ এর শাব্দিক অর্থ

قَالَ الْبَرْكَتِيْ: (اَلْبَيْعَةُ عِبَارَةٌ عِنِ الْمُعَاقَدَةِ وَالْمُعَاهَدَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَعقْدِهَا

আল্লামা আল-বারকাতী রহ. বলেন: বাইআ'ত অর্থ চুক্তিবদ্ধ হওয়া, অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া, নেতৃত্ব মেনে নেওয়া, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া, আনুগত্য স্বীকার করা ও আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া।[১]

قَالَ اَبْنُ الْأَثِيْرِ: إِنَّ الْبَيْعَةَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمُعَاقَدَةِ وَالْمُعَاهَدَةِ،

ইবনুল আসীর র. বলেন, বাইআ'ত হচ্ছে প্রতিজ্ঞা ও আনুগত্য স্বীকার করা।[২]

وَقَالَ الْرَاغِبُ الْأَصْفَهَانِيْ: وَبَايَعَ السُّلْطَانُ إِذَا تَضَمَّنَ بَذْلَ الطَّاعَةِ لَهُ، وَيُقَالُ لِذَلِكَ بَيْعَةٌ وَمُبَايَعَةٌ

আল্লামা রাগেব ইস্পাহানি রহ. বলেন: শাসকের পূর্ণ আনুগত্য করাকে বাইআ'ত ও মুবাইআ'ত বলা হয়।[৩]

مَعْنَيْ الْبَيْعَةِ اِصْطِلَاحًا: ইসলামের পরিভাষায় বাইআ'ত:

وَقَالَ اِبْنُ خَلْدُوْنَ: اِعْلَمْ أَنَّ الْبَيْعَةَ هِيْ الْعَهْدُ عَلَى الطَّاعَةِ، كَأَنَّ الْمُبَايِعَ يُعَاهِدُ أَمِيْرَهُ عَلَىْ أَنَّهُ يُسَلِّمُ لَهُ النَّظْرَ فِيْ أَمْرِ نَفْسِهِ وَأُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ، لَاْ يُنَازِعُهُ فِيْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَيُطِيْعُهُ فِيْمَا يُكَلِّفُهُ بِهِ مِنَ الْأَمْرِ عَلَىْ الْمَنْشَطِ وَالْمُكْرَهِ

অর্থ: "ইবনে খালদুন বলেন, বাইআ'ত হল আনুগত্যের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দেওয়া যেন বাইআ'তদাতা তার আমীরের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হল তার নিজের ব্যাপারে ও মুসলিমীনদের ব্যাপারে আমীরের নির্দেশ মেনে চলবে। সুখে-দুঃখে সচ্ছল-অসচ্ছল সর্বাবস্থায় আমীরের নির্দেশ মেনে চলবে তার বিরোধিতা না করে।"[৪]

---

[১] আল বাইআতুল খাচ্ছাহ ওয়াল আ'ম্মাহ পৃ: ১৮৩ , লিসানুল আরব খন্ড নং ১ পৃঃ ৫৭০।
[২] আন্ নিহায়া লি ইবনিল আছির খন্ড ১ পৃঃ ১৭৪।
[৩] আল-মুফরাদাত ফি গারীবুল কুরআন (আল্লামা ইস্পাহানি)।
[৪] মুকাদ্দামাতে ইবনে খালদুন পৃঃ ২০৯।

هِيَ إِعْطَاءُ الْعَهْدِ مِنَ الْمُبَايِعِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ فِيْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، فِيْ الْمَنْشَطِ وَالْمُكْرَهِ وَالْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَعَدَمِ مُنَازَعَتِهِ الْأَمْرِ وَتَفْوِيْضِ الْأُمُوْرِ إِلَيْهِ

বাইআ'ত অর্থ হচ্ছে: ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সুখে-দুঃখে সচ্ছল-অসচ্ছল সর্ব অবস্থায় নাফরমানী ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের কথা শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা তার নির্দেশের বিরোধিতা না করা ও তার সকল কার্যাবলী বাস্তবায়নের জন্য অঙ্গিকার প্রদান করা।[৫]

وَجهُ التَّسْمِيَةِ নামকরণ:

বাইআ'তকে বাইআ'ত কেন বলা হয় এ প্রসঙ্গে ছাহেবে মিরআ'ত বলেন

سُمِّيَتِ الْمُعَاهَدَةُ عَلَي الْاِسْلَامِ بِالْمُبَايَعَةِ تَشْبِيْهًا لِنَيْلِ الثَّوَابِ فِيْ مُقَابَلَةِ الطَّاعَةِ بِعَقْدِ الْبَيْعِ الَّذِيْ هُوَ مُقَابَلَةُ مَالٍ, كَاَنَّهُ بَاعَ مَا عِنْدَهُ مِنْ صَاحِبِهِ وَاَعْطَاهُ خَالِصَةَ نَفْسِهِ وَ طَاعَتِهِ كَمَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَي (اِنَّ اللهَ اشْتَرَيْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ) الاية

অর্থ: "ইসলামের উপরে কৃত অঙ্গীকারকে বায়আত এ জন্য বলা হয়েছে যে, ব্যবসায়িক চুক্তির বিপরীতে যেমন সম্পদ লাভ করা হয়, অনুরূপভাবে আমীরের নিকট আনুগত্যের বিপরীতে পুণ্য লাভ হয়। যেমন আল-াহ বলেন: 'নিশ্চয়ই আল-াহ মুমিনদের জান-মাল খরিদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে....(সুরা তাওবা:১১৫)।" [৬]

বাইআ'তের ইতিহাস:

রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম তায়েফ থেকে ফিরে আসার পরে হজ্জ মৌসূমে বিপূল উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে ইসলামের দা'ওয়াত দিতে শুরু করেন। এরপরে ইয়াছরিবের বিখ্যাত কবি সুওয়াইদ বিন ছামিত, খ্যাতনামা ছাহাবী আবু জর গিফারী, ইয়ামানের কবি ও গোত্রনেতা তুফায়েল বিন আমর, অন্যতম ইয়ামানী নেতা যিমাদ আল আযদী ইসলাম গ্রহণ করেন।

১১ নববী বর্ষে ৬২০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ইয়াছরিবের খাযরাজ গোত্রের ৬ জন সৌভাগ্যবান যুবক হজ্জে আগমন করেন, যাদের নেতা ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ

[৫] ইমামাতুল উজমা ইনদা আহলিস্ সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ্ পৃঃ ১৯৯।
[৬] মিরআতুল মাফাতীহ হাদীস নং ১৮ এর ব্যাখ্যা ১ম খন্ড ৭৫ পৃষ্ঠা।

তরুণ আসআ'দ বিন যুরারাহ। বাকী পাঁচ জন হলেন, 'আওফ ইবনুল হারিছ, রাফে' বিন মালেম, কুৎবা বিন আমের, উক্বাহ বিন আমের ও জাবের বিন আবদুল-াহ। রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম আবু বকর ও আলী রা. কে সাথে নিয়ে মিনায় তাবুতে তাবুতে দাওয়াত দেওয়ার এক পর্যায়ে তাদের নিকট পৌঁছেন। তারা ইতিপূর্বে ইয়াছরিবের ইহুদীদের নিকটে আখেরী নবীর আগমন বার্তা শুনেছেন। ফলে রাসূলের দাওয়াত তারা দ্রুত কবুল করে নেন। তারা তাঁর আগমনের মাধ্যমে গৃহযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত ইয়াছরিবে শান্তি স্থাপিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং তাঁকে ইয়াছরিবে হিজরতের আমন্ত্রণ জানান।

বলা বাহুল্য, হজ্জ থেকে ফিরে গিয়ে উক্ত ছয় জনের ক্ষুদ্র দলটি ইয়াছরিবের ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেন এবং পরবর্তী বছরে ১২ নববী বর্ষের হজ্জ মওসুমে জাবের বিন আবদুল-াহ ব্যতিরেকে পুরানো ৫ জন ও নতুন ৭ জন মোট ১২ জন এসে মিনাতে রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর নিকটে বাইআ'ত করেন। এদের মধ্যে ২ জন ব্যতিত সবাই ছিল খাজরাজী। দুই জন ছিল আউস গোত্রের। এটাই ছিল আক্বাবার প্রথম বাইআ'ত।

'আক্বাবাহ' অর্থ পাহাড়ী সুড়ঙ্গ পথ। এই পথেই মক্কা থেকে মিনায় আসতে হয়। এরই মাথায় মিনার পশ্চিম পার্শ্বে এই স্থানটি ছিল নির্জন। এখানে পাথর মেরে হাজী সাহেবগণ পূর্ব প্রান্তে মিনার মসজিদে খায়েফের আশ-পাশে আশ্রয় নিয়ে রাত্রি যাপন করে থাকেন। এখানে 'জামরায়ে কুবরা' অবস্থিত। এখানেই ইসমাইল বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম মানবরূপী শয়তানদের বিরূদ্ধে অহির বিধান কায়েমের জন্য ঐতিহাসিক বায়আত গ্রহণ করেন। ঐদিনের ঐ আক্বীদার বিপ-ব পরবর্তীতে শুধু মক্কা-মদীনায় নয়, বরং বিশ্ব রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি সবকিছুতে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করে ও অবশেষে তা সার্বিক সমাজ বিপ-ব সাধন করে। ১২ নববী বর্ষের হজ্জের মওসূমে ঐদিনকার বাইআ'তকারীদের মধ্যে নতুন আগত খ্যাতনামা সাহাবী উবাদাহ বিন সামিত আনছারী রা. উক্ত বায়আতের বর্ণনা দিয়ে বলেন,

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ تَعَالَوْا بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ قَالَ فَبَايَعْتُهُ عَلَى ذَلِكَ

অর্থ: উবাদা ইবনে সামেত রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম আমাদের ডেকে বলেন, এসো! আমার নিকটে তোমরা একথার উপরে বাইআ'ত করো যে, আল-াহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যেনা করবে না, তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিবে না, শরীআ'ত সম্মত কোন বিষয়ে অবাধ্য হবে না। যে ব্যক্তি উক্ত অঙ্গিকার পূর্ণ করবে, তার জন্য পুরস্কার রয়েছে আল-াহর নিকটে। কিন্তু যে ব্যক্তি এসবের মধ্যে কোন একটি অন্যায়ে লিপ্ত হবে, অত:পর দুনিয়াতেই তার আইন সংগত শাস্তি হয়ে যাবে, সেটি তার জন্য কাফফারা হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এসবের কোন একটি করে, অত:পর আল-াহ তা গোপন রাখেন (যে কারণে তার শাস্তি হতে পারেনি) তাহলে উক্ত শাস্তির বিষয়টি আল-াহর মর্জির উপরে নির্ভর করবে। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে পরকালে শাস্তি দিতে পারেন, ইচ্ছা করলে মাফও করে দিতে পারেন।

হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী উবাদাহ বিন সামেত রা. বলেন, আমরা একথাগুলির উপরে তাঁর নিকট বাইআ'ত করলাম।

বলা বাহুল্য যে, বাইআ'তের উক্ত ৬টি বিষয় তৎকালিন আরবীয় সমাজে প্রকটভাবে বিরাজমান ছিল। আজও বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সর্বত্র উক্ত বিষয়গুলো প্রকটভাবে বিরাজমান রয়েছে।

এরপর উক্ত বাইআ'তের দাবীর প্রেক্ষিতে রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম 'মুসআব বিন উমায়ের' রা. নামক একজন তরুণ দাঈকে তাদের সাথে ইয়াছরিবে প্রেরণ করেন। তিনিই ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে মদীনায় প্রেরিত প্রথম দাঈ।

সেখানে গিয়ে তিনি ও তাঁর মেজবান তরুন ধর্মীয় নেতা আস'আদ বিন যুরারাহ বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় ইয়াছরিবের ঘরে ঘরে তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছাতে শুরু করেন। যার ফলশ্রুতিতে পরের বছর ১৩ নববী বর্ষের হজ্জ মওসুমে ৬২২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে আইয়ামে তাশরীক্বের মধ্যভাগের এক গভীর রাতে পূর্বোক্ত পাহাড়ী সুড়ঙ্গ পথে (আক্বাবায়) ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলার একটি বিরাট দলের আগমন ঘটে। চাচা আব্বাস রা. কে সাথে নিয়ে (যিনি তখনও ইসলাম কবুল করেন নি) রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম তাদের নিকট গমন করেন ও রাত্রির প্রথম প্রহর শেষে নিঃশব্দ রজনীতে বাইআ'তের পূর্বে চাচা আব্বাস তাদেরকে এই বাইআ'তের পরকালীন গুরুত্ব এবং দুনিয়াতে সম্ভাব্য দু:খ-কষ্টের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এতে তারা স্বীকৃত হলে বিগত দু'বছরে ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে পরপর দাঁড় করানো হয়।

অত:পর রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম তাদের নিকটে কুরআন তেলাওয়াত অন্তে তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে কিছু বক্তব্য রাখেন। তখন তারা সকলে বলেন, "আমরা আমাদের জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতির বিনিময়ে অত্র অঙ্গীকার করছি। কিন্তু এর বিনিময়ে আমরা কি পাব?"

রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম বললেন, "জান্নাত।"

তখন তারা বললেন, أُبْسُطْ يَدَكَ "আপনার হাত বাড়িয়ে দিন।"

অত:পর আসআ'দ বিন যুরারাহ নেতা হিসাবে প্রথম তাঁর হাতে বাইআ'ত করেন ও তারপর একে একে সকলে রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর হাতে বাইআ'ত করেন। মহিলা দু'জন মুখে বলার মাধ্যমে বাইআ'ত করেন। সৌভাগ্যবতী ঐ দু'জন মহিলা ছিলেন বনু মা'জেন গোত্রের 'নুসাইবাহ বিনতে কা'ব উম্মে উমারাহ' এবং বনু সালামাহ গোত্রের 'আসমা বিনতে আমর উম্মে মুনী'। উক্ত বাইআ'তের বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ:

عَنْ جَابِرٍ ... فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَامَ نُبَايِعُكَ قَالَ تُبَايِعُونِي عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ وَعَلَى أَنْ تَقُومُوا فِي اللَّهِ لَا تَأْخُذُكُمْ فِيهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونِي إِذَا قَدِمْتُ يَثْرِبَ فَتَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَلَكُمْ الْجَنَّةُ

অর্থ: "জাবের রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম কে বললাম আমরা আপনার নিকটে কি বিষয়ে বাইআ'ত করব?

জবাবে রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম বললেন,

১. আনন্দে ও অলসতায় (সুখে-দু:খে) সর্বাবস্থায় আমার কথা শুনবে ও মানবে।

২. অস্বচ্ছল ও স্বচ্ছল সর্বাবস্থায় আল-াহর রাস্তায় মাল খরচ করবে।

৩. ভাল কাজের নির্দেশ দিবে ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে।

৪. আল-াহর পথে (যুদ্ধ করার জন্য) সদা-সর্বদা প্রস্তুত থাকবে এবং

৫. উক্ত বিষয়ে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবে না।

৬. যখন আমি তোমাদের নিকটে হিজরত করে যাব, তখন তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে যেভাবে হেফাযত করে থাক ঠিক সেভাবে আমাকেও সাহায্য করবে এবং হেফাযত করবে। আর এর বিনিময়ে তোমাদের জন্য পুরষ্কার রয়েছে জান্নাত।"[৭]

অত:পর রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম উক্ত ৭৫ জনকে ১২ জন নকীব (নেতার) এর অধীনে ন্যস্ত করেন। যার মধ্যে ৯ জন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের ও ৩ জন ছিলেন আউস গোত্রের। ঐ ১২ জন নকীব বা নেতার মধ্যে খাযরাজ গোত্রের ৯ জন হলেন। ১. আসআ'দ বিন যুরারাহ ২. সা'দ বিন রাবী ৩. আবদুল-াহ বিন রাওয়াহাহ ৪. রাফে বিন মালেক ৫. বারা বিন মারূ'র ৬. আবদুল-াহ বিন আমর বিন হারাম, খ্যাতনামা সাহাবী জাবের রা. এর পিতা আবদুল-াহ ৭. উবাদাহ বিন ছামিত ৮. সা'দ বিন উবাদাহ ৯. মুনযির বিন আমর। আউস গোত্রের তিন জন হলেন ১. উসায়েদ বিন হুযায়ের ২. সা'দ বিন খায়ছামাহ ৩. রেফাআ'হ বিন আবদুল মুনযির। অতপর নেতা এবং দায়িত্বশীল হিসাবে তাদের থেকে রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম পূনরায় অঙ্গীকার নেন এবং বলেন যে, "তোমরা তোমাদের কওমের উপরে দায়িত্বশীল, যেমন হাওয়ারীগণ ঈসা ইবনে মারয়ামের পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল ছিলেন এবং আমি আমার কওমের উপরে (অর্থাৎ মুসলিমদের উপরে) দায়িত্বশীল।"

[৭] মুসনাদে আহমাদ ১৪৬৫৩।

এভাবে ইমারত ও বাইআ'তের মাধ্যমে বিশ্ব ইতিহাসে ইসলামী সমাজ বিপ-বের সূচনা হয়। এর ফলাফল সবারই জানা আছে। এই বাইআ'ত দ্বিতীয় আক্বাবার বাইআ'ত বা বাইআ'তে কুবরা নামে খ্যাত। নিঃসন্দেহে এই বাইআ'তের মূল শিকড় প্রোথিত ছিল ঈমানের উপরে। যে ঈমান কোন দুনিয়াবী লোভ-লালসা, ভয়-ভীতির কাছে মাথা নত করে না। যে ঈমানের সু-বাতাস সমাজে প্রবাহিত হলে মানুষের আক্বীদা ও আমলে সূচিত হয় বৈপ-বিক পরিবর্তন। যে ঈমানের বলেই মুসলিমগণ যুগে যুগে ইতিহাসের পাতায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে। আজও তা মোটেই অসম্ভব নয় -যদি সেই ঈমান ফিরিয়ে আনা যায়। আল-াহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

{وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } [آل عمران : ১৩৯]

অর্থ: "আর তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং দু:খিত হয়ো না, আর তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি মুমিন হয়ে থাক।"[৮]

حكم البيعة: বাইআ'তের হুকুম:

بَيْعَةُ إِمَامِ الْمُسْلِمِيْنَ , وَاجِبَةٌ عَلَيْ كُلِّ مُسْلِمٍ, لَاْ يَسَعُ لِأَحَدٍ اَلتَّنَصُّلُ مِنْهَا أَوِ الْخُرُوْجِ عَلَيْهَا الْبَتَّةَ.

ইমামূল মুসলিমীনের কাছে বাইআ'ত দেয়া প্রত্যেক মুসলিমদের উপর ওয়াজীব। এর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা বা বিদ্রোহ করার সুযোগ কারো নেই। আল-াহর রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম ইরশাদ করেন:

عن عبدالله بن عمر قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ « مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

অর্থ: হযরত আব্দুল-াহ ইবনে ওমর রা. বলেন, আমি শুনেছি রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি শাসক বা ইমামের আনুগত্য হতে হাত গুটিয়ে নিলো, কিয়ামতের দিন সে আল-াহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার কাছে (ওযর-আপত্তির) প্রমাণ

[৮] সুরা আল ইমরান ৩:১৩৯।

থাকবে না। আর যেই ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, সে ইমাম (শাসক)-এর আনুগত্যের বায়আ'ত করে নি, সে জাহেলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ করলো।[৯]

عن ابن عمر قال سمعت رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: مَنْ مَاتَ وَلاَ بَيْعَةَ عَلَيْهِ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةٍ

অর্থ: ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, আমি রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম কে বলতে শুনেছি; যে ব্যক্তি বাইআ'ত বিহীন মারা গেল সে জাহেলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ করল।[১০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِى وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ ». قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ « فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ

অর্থ: রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম বলেন, বনী ইসরাইল এর নবীগন তাদের উম্মত কে শাসন করতেন। যখন কোন একজন নবী ইন্তেকাল করতেন তখন অন্য একজন নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। আর আমার পরে কোন নবী নেই, তবে অনেক খলিফা হবে। সাহাবাগন আরজ করলেন ইয়া রাসুলাল-াহ আমাদের কে কি নির্দেশ করছেন? তিনি বললেন তোমরা একের পর এক তাদের বাইআ'তের হক আদায় করবে। তোমাদের উপর তাদের যে হক রয়েছে তা আদায় করবে। আর নিশ্চয়ই আল-াহ তায়ালা তাদের জিজ্ঞাসা করবেন ঐ সকল বিষয় সমন্ধে যে সবের দায়িত্ব তাদের উপর অর্পন করা হয়েছিল।"[১১]

لِمَنْ تَكُوْنُ لَهُ الْبَيْعَةُ

বাইআ'ত গ্রহণ করবে কে?

[৯] মুসলিম হা: নং ১৮৫১, আবু আওয়ানাহ্ ৭১৫৩, বাইহাক্বী ১৬৩৮৯, জামেউল আহাদীস ২২১৪৮
[১০] তাবরানী ১/৭৯ নং ২২৫, জামেউল আহাদীস ২৩৯৩৮, কানযুল উম্মাল ৪৬২
[১১] সহীহ বুখারী-৩৪৫৫,৩২১০ মুসলিম ৪৮৭৯

اَلْبَيْعَةُ لاَ تَكُوْنُ إِلَّا لِوَلِيِّ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ يُبَايِعُهُ أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ ، وَهُمْ الْعُلَمَاءُ وَالْفُضَلَاءُ وَوُجُوْهُ النَّاسِ ، فَإِذَا بَايَعُوْهُ ثَبَتَتْ وَلَايَتَهُ ، وَلاَ يَجِبُ عَلَىٰ عَامَّةِ النَّاسِ أَنْ يُبَايِعُوْهُ بِأَنْفُسِهِمْ ، وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَلْتَزِمُوْا طَاعَتَهُ فِيْ غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللهِ تَعَالَىٰ

বাইআ'ত নেওয়ার অধিকার একমাত্র মুসলিম খলিফার। তার কাছে জ্ঞানী ব্যক্তিরা বাইআ'ত দিবে। তারা হচ্ছে উলামা এবং সমাজের গুরত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ। যখন তারা আমীরের কাছে বাইআ'ত দিবে তখন আমীরের কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হবে। প্রত্যেক জনসাধারণ আমীরের কাছে আলাদাভাবে বাইআ'ত দেয়া ওয়াজীব নয়। বরং তাদের জন্য ওয়াজীব হচ্ছে আমীরের আনুগত্যকে অত্যাবশ্যকীয় করে নেওয়া আল-াহর নাফরমানী ছাড়া।[১২]

বর্তমানে প্রচলিত পীর-মুরীদির বাইআ'ত তথা তরীক্বার বাইআ'ত ও ফক্বীর-হাক্বীরের বাইআতের কোন ভিত্তি নেই। রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কিরাম বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তারা কেউ নিজের পক্ষে বাইআ'ত নেন নাই। তেমনি ভাবে মুসলিম জাতির খিলাফত ব্যবস্থা চলাকালীন সময়ে সাহাবায়ে কিরামগণ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েন। তারাও কেউ বাইআ'ত নেন নাই। ইমাম আবু হানিফা রহ., ইমাম মালেক রহ., ইমাম শাফী রহ., ইমাম আহমদ ইবনে হম্বল রহ., ইমাম বুখারী রহ., ইমাম মুসলিম রহ. সহ কোন ইমাম তার অনুসারীদের থেকে বাইআ'ত নিয়েছেন এমন কোন প্রমাণ নেই।

পীরবাদ ও বাইআ'ত গ্রহণ রীতি:

বস্তুত বাইআ'ত করা রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর নির্দেশ বটে; কিন্তু পীর-মুরীদীর বায়আত সম্পূর্ণ বিদআত, যেমন বিদয়াত স্বয়ং পীর-মুরীদী। বাইআ'ত দিতে হবে এবং বাইআ'ত না দিয়ে মারা গেলে জাহিলিয়াতের মৃত্যু হবে সহীহ হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত সত্য। কিন্তু এই বায়আত দিতে হবে সমস্ত মুসলিম উম্মাহকে শুধুমাত্র একজন আমীরুল মুমিনীন বা খলিফাকে আনুগত্য করার শপথের জন্য। যেমন নবী করীম

[১২] বাইআতু জামাআতিত্ তাওহীদ ওয়াল জিহাদ।

সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-ামএর ইন্তিকালের পর খলীফা নির্বাচনী সভায় হযরত উমর ফারুক রা. সর্বপ্রথম বাইআ'ত করলেন হযরত আবূ বকর রা. এর হাতে।

চিশতীয়া, কাদিরিয়া, নকশাবন্দীয়া, মুজাদ্দিদীয়া ও মুহাম্মদীয়া তরীকায় ফকীর হাকীরের হাতে বাইআ'ত লওয়ার বর্তমানকালে প্রচলিত এই সিলসিলা এল কিভাবে, এ বায়আতের সাথে নবী করীম (সঃ) সাহাবাদের বাইআ'তের সম্পর্ক কি? মিল কোথায়? আসলে এ হচ্ছে ইসলামের একটি ভাল কাজকে খারাপ ক্ষেত্রে ও খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার মত ব্যাপার। আর এ কারণেই পীর মুরীদার ক্ষেত্রে হাতে হাতে কিংবা পাগড়ী ধরে অথবা পাগড়ী ধরা লোকের গায়ে গা মিলিয়ে বাইআ'ত করা সম্পূর্ণ বিদআত। আরো বড় বিদআ'ত হল মুরীদ ও পীরের কুরআন বাদ দিয়ে 'দালায়েলুল খায়রাত' নামে এক বানানো দরূদ সম্বলিত কিতাবের তিলাওয়াতে মশগুল হওয়া। মনে হয় এর তিলাওয়াত যেনো একেবারে ফরয। কিন্তু শরীয়াতে কুরআন ছাড়া আর কিছু তিলাওয়াত করাকে বড় সওয়াবের কাজ মনে করা, কুরআন অপেক্ষা অন্য কোন মানবীয় কিতাবকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করা সুস্পষ্টরূপে এক বড় বিদআত।

তারা তাদের বাইআ'ত কে বৈধ করার জন্য যেমস্ত দলিল গুলো পেশ করে তা হচ্ছে কুরআনের সুরা ফাতাহের ১০ নং আয়াত। যে আয়াতে "বাইআ'তুর রিদওয়ান" এর কথা উলে-খ করা হয়েছে।

ওসমান রা. এর শাহাদাতের গুজব

যখন রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম মক্কায় ওসমান রা. কে দূত হিসেবে পাঠানোর পর মক্কার কুফ্ফাররা তাঁকে বন্দি করে তাদের কাছে রেখে দিল। দীর্ঘ সময় ওসমান রা. ফিরে না আসায় মুসলমানদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, তাকে হত্যা করা হয়েছে। আল-াহর রাসূলকে এ খবর জানানো হলে তিনি বললেন, কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ না করে আমরা এ জায়গা থেকে ফিরে যাব না। একথা বলার পর তিনি সাহাবায়ে কিরামদের বাইআতের জন্য আহ্বান জানালেন। সাহাবায়ে কিরাম অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়ে এবং এ মর্মে বাইআ'ত করলেন যে, যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে কেউ পলায়ন করবে না। সর্বাগ্রে বাইআ'ত করলেন আবু হাছান আছাদী রা.। ছালমা ইবনে

আকোয়া রা. তিনবার বাইআ'ত করলেন। শুরুতে একবার, মাঝামাঝি সময়ে একবার এবং শেষে একবার। আল-াহর রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম নিজের এক হাত অন্য হাতে নিয়ে বললেন, এ হাত ওসমানের। বাইআ'ত গ্রহণ শেষ হলে ওসমান রা. এসে হাযির হলে তিনিও বাইআ'ত করলেন। বাইআতে জাদ ইবনে কায়েস নামক একজন লোক অংশ নেয়নি। সে ছিল মুনাফিক।

রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম একটি গাছের নীচে এই বাইআ'ত গ্রহণ করেন। উমর রা. রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর হাত ধরে রেখেছিলেন। মা'কাল ইবনে ইয়াছার রা. গাছের কয়েকটি শাখা ধরে রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর উপর থেকে সরিয়ে রাখছিলেন। এই বাইআ'ত সম্পর্কে আল-াহ (সুব:) কুরআনুল কারীমে এই আয়াত নাযিল করেন:

{لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا} [الفتح: ١٨]

অর্থ: অবশ্যই আল-াহ মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার হাতে বাই'আত গ্রহণ করেছিল; অতঃপর তিনি তাদের অন্তরে কি ছিল তা জেনে নিয়েছেন, ফলে তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে পুরস্কৃত করলেন নিকটবর্তী বিজয় দিয়ে। (সুরা ফাতাহ: ১৮)[১৩]

এই বায়আতে আল-াহ (সুব:) শুধু খুশিই হন নাই বরং এ বায়আতকে আল-াহ (সুব:) তার নিজের হাতে বায়আত বলে আখ্যায়িত করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [الفتح: ١٠]

অর্থ: "আর যারা তোমার কাছে বাই'আত গ্রহণ করে, তারা শুধু আল-াহরই কাছে বাইআ'ত গ্রহণ করে; আল-াহর হাত তাদের হাতের উপর; অতঃপর যে কেউ ওয়াদা ভঙ্গ করলো তার ওয়াদা ভঙ্গের পরিণাম বর্তাবে তারই উপর।

---

[১৩] আর রাহীকুল মাখতুম ৩৫০।

আর যে আল-াহকে দেয়া ওয়াদা পূরণ করবে অচিরেই আল-াহ তাকে মহা পুরস্কার দেবেন।"[১৪]

ঐতিহাসিক বাইআ'তুর রিদওয়ানঃ

ইবনে ইসহাক বলেন, ওসমান রা. নিহত হয়েছেন এই মর্মে খবর পেয়ে রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম বললেন, 'মোশরেকদের সাথে লড়াই না করে আমরা এ স্থান ত্যাগ করবো না।' অতপর রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম সকল মুসলমানকে বাইআ'ত (অঙ্গীকার) করার আহবান জানালেন। এটাই ছিলো গাছের নীচে বসে সম্পাদিত "বাইআ'তুর রিদওয়ান" বা "আল-াহর সন্তুষ্টির বাইআ'ত"। এ আয়াত সম্পর্কে সাধারণ মুসলমানদের মন্তব্য ছিলো এই যে, রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থাকার বাইআ'ত করিয়েছেন। জাবের ইবনে আব্দুল-াহ রা. বলতেন, রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থাকার বাইআ'ত নয়, বরং আমরা যেন পালিয়ে না যাই সে জন্যে বাইআ'ত করিয়েছেন।

এই বাইআতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে একমাত্র বনু সালামা গোত্রের সদস্য জাদ্দ বিন কায়েস ছাড়া আর কেউ রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম -কে ছেড়ে পিছিয়ে যায়নি। জাবের ইবনে আব্দুল-াহ রা. বলতেন, আল-াহ তায়ালার কসম, আমি যেন স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি যে, জাদ্দ বিন কায়েস নিজেকে তার উটের বগলের সাথে লেপ্টে রেখে জনসাধারণের দৃষ্টির আড়াল হয়ে কোথাও চলে গেল। তারপর রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম -এর কাছে এসে জানালো যে, ওসমান রা. এর ব্যাপারে যা প্রচারিত হয়েছে, তা মিথ্যা।[১৫]

কুরআন-সুন্নাহর ভিতরে যত জায়গায় বাইআতের আলোচনা রয়েছে তা কেবল মাত্র খলিফাতুল মুসলিমিনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। খলিফাতুল মুসলিমিন বিভিন্ন কাজের জন্য বাইআ'ত নিতে পারেন, ইসলামের জন্য, জিহাদের জন্য, বিশেষ কোন দায়িত্ব পালনের জন্য অথবা ব্যক্তিগত ইসলাহে নাফসের (আত্মশুদ্ধির) জন্য ইত্যাদি। যেমন রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া

[১৪] সুরা ফাতাহ ৪৮:১০।
[১৫] তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন খন্ড: ১৯ পৃ: ১১৮।

সাল-াম সাহাবীদের থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজের জন্য বাইআ'ত গ্রহন করেছেন। কিন্তু রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর জীবিত থাকা অবস্থায় সাহাবায়ে কিরামগণ বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন কিন্তু তারা কি কোন "বাইআ'ত" নিয়েছেন?

না, কোথাও তার কোন প্রমান নেই। রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর মৃত্যুর পর আবু বকর সিদ্দিক রা. খলিফা হলেন। তাঁর কাছে লোকেরা বাইআ'ত দিল। আবু বকরের খিলাফত চলাকালীন সময়ে কোন সাহাবী কি বাইআ'ত নিয়েছিলেন? না, এর কোন প্রমান নেই। এভাবে উমর রা. উসমান রা. সহ সকল খলিফার যুগে এই একই অবস্থা বিরাজমান ছিল। সে সময় ইসলাহে নাফসের জন্য কোন পীর সাহেব ক্বেবলা বাইআ'ত নেননি। কোন তরিকার বাইআ'তও নেননি। কারণ তারা নিম্নের হাদীসগুলো সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

খলিফা কতজন হবে?

পূর্বের আলোচনা দ্বারা পরিস্কার হয়ে গেল যে, বাইআ'ত শুধু মুসলিমদের খলিফা বা ইমামকেই দিতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো যে, একই সঙ্গে একাধিক খলিফা বা ইমামকে বাইআ'ত দেয়া যাবে কিনা। এসম্পর্কে রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম বলেন:

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا

অর্থঃ আবু সায়ীদ রা. বলেন, রাসুলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম বলেন, যদি একই সময়ে দুই জন খলীফা বায়আত গ্রহণ করে তাহলে দ্বিতীয় জনকে কতল করে ফেল।[১৬]

অপর হাদীসে আরো ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ وَهْىَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ س

[১৬] সহীহ মুসলিম, "কিতাবুল ইমারাহ বা প্রশাসন ও নেতৃত্ব অধ্যায়", "যদি দুইজন ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধানের) পক্ষ থেকে বাইআত গ্রহণ করা হয়" পরিচ্ছেদ।)

অর্থ: আরফাজা রা. বলেন, আমি রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: অচিরেই বিভিন্ন ধরণের নতুন নতুন বিশৃঙ্খলা ও কলহ-বিবাদের সৃষ্টি হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি এই উম্মতের (উম্মতে মুহাম্মদীর) ঐক্য ও সংহতির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে চায় এবং তাদের ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরাতে চেষ্টা করে, তলোয়ার দ্বারা তোমরা তাকে শায়েস্তা কর। চাই সে যে-কেউ হোক না কেন।[১৭]

عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ

অর্থ: আরফাজা রা. বলেন, আমি রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম কে বলতে শুনেছি: যদি কোন ব্যক্তি বৈধ ও নির্বাচিত খলীফার বির ুদ্ধাচরণ করবে সংকল্প নিয়ে তোমাদের নিকট আসে, অথচ অবস্থা হল যে, তোমরা কোন একজন খলীফা বা শাসকের আনুগত্যে ঐক্যবদ্ধ রয়েছে। তবে যে লোক তোমাদের সেই ঐক্য ও সংহতিকে বিনষ্ট করার উদ্দেশ্য নিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তাকে কতল করে দাও।[১৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِىٌّ خَلَفَهُ نَبِىٌّ وَإِنَّهُ لاَ نَبِىَّ بَعْدِى وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ ». قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ « فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ (صحيح مسلم)

অর্থ: রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম বলেন, বনী ইসরাইল এর নবীগন তাদের উম্মতকে শাসন করতেন। যখন কোন একজন নবী ইন্তেকাল করতেন তখন অন্য একজন নবী তার স্থলাভিসিক্ত হতেন। আর আমার পরে কোন নবী নেই, তবে অনেক খলিফা হবে। সাহাবাগন আরজ করলেন ইয়া রাসুলাল-াহ আমাদের কে কি নির্দেশ করছেন? তিনি বললেন তোমরা একের পর এক তাদের বায়আতের হক আদায় করবে। তোমাদের উপর তাদের যে হক রয়েছে তা আদায় করবে। আর নিশ্চই আল-াহ তায়ালা তাদের জিজ্ঞাসা

[১৭] সহীহ মুসলিম ৪৯০২; ("কিতাবুল ইমারাহ বা প্রশাসন ও নেতৃত্ব অধ্যায়", "যদি দুইজন ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধানের) পক্ষ থেকে বাইআত গ্রহণ করা হয়" পরিচ্ছেদ।) মুসনাদে আহমদ ১৯০০০।

[১৮] সহীহ মুসলিম ৪৯০৪; "কিতাবুল ইমারাহ বা প্রশাসন ও নেতৃত্ব অধ্যায়", "যদি দুইজন ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধানের) পক্ষ থেকে বাইআত গ্রহণ করা হয়" পরিচ্ছেদ।)

করবেন ঐ সকল বিষয় সমন্ধে যে সবের দায়িত্ব তাদের উপর অর্পন করা হয়েছিল।[১৯]

عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه و سلم مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ

অর্থ: আব্দুল-াহ ইবনে আমর রা. বলেন, রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম বলেছেন: যেই ব্যক্তি ইমামের (খলীফার) বাইআ'ত করল, এবং অন্তর হতে সেই বাইআতের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করল, সে যেন যথাসাধ্য তার আনুগত্য করে। ইহার পর যদি কোন ব্যক্তি (ইমামত বা খেলাফতের দাবী তুলে) প্রথম ইমামের মোকাবেলায় দাঁড়ায়, তখন তোমরা পরবর্তী দাবীদারের ঘাড় সংহার করে দাও।[২০]

একারণেই মুসলিম জাতির ইতিহাস পড়লে দেখা যায় যখনই দুই খলিফা বাইআ'ত নেয়া শুর ু করে তখনই এই হাদিসগুলোর উপর আমল করার জন্য উভয় গ্র ুপ প্রতিপক্ষের বিরূদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে।

এদেশের পীর সাহেবগণ মুরীদ বানাতে গিয়ে তাদের থেকে যে বাইআ'ত নেন এবং পীরের কাছে মুরীদ হওয়া ফরজ বলেন, সে জন্য তারা কুরআন ও হাদীসের ঐ দলিল গুলোই পেশ করেন যা আমরা মুসলিমদের সর্বোচ্চ নেতা খলিফাতুল মুসলিমিনের জন্য পেশ করেছি। এখন আমাদের প্রশ্ন হল যদি তরিকার পীর সাহেবগন কুরআন ও হাদীসের ঐ দলিলগুলো পীর মুরীদির জন্য ব্যবহার করেন তাহলে আমাদের জিজ্ঞাসা হল যে, একাধিক খলিফা হলে যে রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম প্রথম খলিফাকে বাদ দিয়ে বাকীদের হত্যা করতে বলেছেন এগুলোও কি তারা পীর সাহেবদের বেলায় প্রয়োগ করবেন? তাহলে আসুন! এদেশের সকল পীর সাহেবদেরকে কোন এক মাঠে একত্র করি, তারপর তাদের মধ্যে যে সর্বপ্রথম পীর হয়েছে তাকে

বহাল রেখে অবশিষ্ট সকলের উপর রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর হাদীস কার্যকর করণার্থে তরবারী দ্বারা তাদের গর্দানগুলো উড়িয়ে দেই।

[১৯] সহীহ বুখারী-৩৪৫৫,৩২১০ মুসলিম ৪৮৭৯

[২০] সহীহ মুসলিম ৪৮৮২; "কিতাবুল ইমারাহ বা প্রশাসন ও নেতৃত্ব অধ্যায়", "যদি দুইজন ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধানের) পক্ষ থেকে বাইআত গ্রহণ করা হয়" পরিচ্ছেদ।) সুনানে আবু দাউদ ৪২৫০; সুনানে নাসায়ী ৪২০২; মুসনাদে আহমদ ৬৫০১।

তখন হয়তো পীর সাহেবগন ও তাদের সমর্থক মুহাদ্দিসগন বলবেন যে, না এই হত্যার নির্দেশ তো খলিফার জন্য দেওয়া হয়েছে, সেটা আমাদের পীর সাহেবদের খলিফার কথা বলা হয় নি। বরং ওটা মুসলিমদের রাষ্ট্রীয় খলিফার বিষয়। ও! তাহলে হত্যা দেখলে বাইআ'তের হাদীস চলে যায় রাষ্ট্রীয় খলিফার জন্য। আর হালুয়া-রুটি ও গদী দেখলে তখন বাইআ'তের হাদীস চলে যায় পীর সাহেবের জন্য। আফসোস তাদের ইলমের জন্য, আফসোস তাদের হাদীস বিকৃতির জন্য, আফসোস তাদের মুসলিম জাতির খিলাফত ব্যবস্থাকে ছিনতাই করার জন্য।

মূলত: মুসলিম জাতির একক নেতৃত্বের প্রতীক খিলাফত ব্যবস্থাকে ইহুদী-খৃষ্টানরা ধ্বংস করে দিয়ে নিজেরা পোপতন্ত্র চালু করেছে। এখন দুনিয়ার সকল খৃষ্টনরা একজন পোপের নেতৃত্বে চলে। কিন্তু ওরা দেখল যে, তারা যদিও খিলাফত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছিল কিন্তু খিলাফত-বাইআ'ত সম্পর্কিত যে আয়াত ও হাদীস রয়েছে তা তো মুছে ফেলতে পারেনি। তাই যদি মুসলিমরা ঐ আয়াত এবং হাদীসগুলোর প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়ে আবারও খিলাফত ব্যবস্থা পুনরায় চালু করে গোটা মুসলিম জাতিকে এক খলিফার অধীনে ঐক্যবদ্ধ করে রাসূলের হাদীস إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ " ইমাম ঢাল স্বরূপ তাঁর অধীনে মুসলিমরা লড়াই করবে" এর উপর আমল করা শুরু করে তাহলে দুনিয়ার কাফির-মুশরিক, হিন্দু-বৌদ্ধ, ইয়াহুদী-খৃষ্টানরা পালানোর জায়গাও খুজে পাবে না।

সে জন্য কুরআন-হাদীসে বর্ণিত খিলাফত-বাইআ'তকে পীর সাহেবদের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে, খিলাফত প্রতিষ্ঠার পথকে চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য চক্রান্ত করা হয়েছে। আর সেই চক্রান্ত বাস্তবায়ন করছেন তরিকার পীর-মাশায়েখগন। তাইতো দেখি যখন তরিকতপন্থী মুহাদ্দিসগন বাইআতের হাদীস পড়ান তখন তারা ছাত্রদেরকে উপদেশ প্রদান করেন যে, "তোমরা ফারেগ হয়ে (লেখাপড়া শেষ করে) কোন হক্কানী পীরের হাতে হাত দিয়ে বাইআ'ত দিবা"। এইভাবে একটা বিভ্রান্তির রঙীন গ-াস চোখে লাগিয়ে দেয় এরপর ঐ ছাত্ররা আবার যখন শিক্ষক হয় তখন তাদের ছাত্রদেরকে একইভাবে বিভ্রান্তির রঙীন গ-াস পরিধান করিয়ে দেয়। এভাবেই খিলাফত-বাইআতের আয়াত-হাদীসগুলোকে ছিনতাই করা হয়েছে।

একটি বিভ্রান্তির নিরসন:

তরিকার পীর সাহেবগন তাদের মুরীদদের বিভ্রান্ত করার জন্য বলে থাকেন যে, তাদের এই তরিকার বাইআ'ত নাকি হযরত আলী রা. হতে চলে এসেছে। আর হযরত আলীকে স্বয়ং রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম খিলাফত দিয়েছেন। এভাবে তারা আলী রা. কে চার তরিকার পীর বানিয়ে মনগড়া একটি শাজারা (পীরদের ধারাবাহিক সিলসিলা) তৈরী করে সাধারণ মুসলিমদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে।

আমরা তাদের জবাবে বলতে চাই যে, এই বক্তব্য মূলত: শিয়াদের। শিয়াদের আক্বিদা হলো যে, আল-াহর রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম 'গাদীরে খুম' নামক জায়গায় হযরত আলী রা. কে খিলাফত প্রদান করেন। সেমতে রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর পরে তিনিই সরাসরি খলিফা। আবু বকর রা. উমর রা. ও ওসমান রা. এই তিনজন-ই অবৈধ খলিফা, এরা ছিল মুরতাদ। (নাউজুবিল-াহ)। এদেরকে যারা মান্য করেছে তারাও মুরতাদ হয়ে গেছে। তরিকার পীর-মাশায়েখগন যে আলী রা. কে চার তরিকার সকল পীরদের পীর বলেন এবং রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর খলিফা বলেন, তাহলে তারাও কি শিয়াদের মত আবু বকর, উমর, ওসমান (রা.) কে অবৈধ খলিফা বলবেন? আলী রা. কে যদি আল-াহর রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম খলিফা নিযুক্ত করেই থাকেন তাহলে "ছকিফায়ে বনু সায়েদাহ" তে বসে নতুন খলিফা নিযুক্তির প্রয়েজনইবা ছিল কি? এটা আল-াহর রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর নির্দেশকে সরাসরি অমান্য করা নয় কি?

তাছাড়া ঐখানে উপস্থিত সাহাবারা যখন আবু বকর রা. কে বাইআ'ত দিলেন। তারপর আবার মসজিদে নববীতে 'আম বাইআ'ত' নিলেন তখন বাকি সাহাবীদের উচিৎ ছিল আবু বকর রা. কে হত্যা করে ফেলা। কারণ আল-াহর রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম বলেছেন إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا অর্থ: 'যখন দুই খলীফার বাইআ'ত নেয়া হয় তখন তোমরা দ্বিতীয়জনকে হত্যা করো।' যখন সাহাবাগন আবু বকর রা. কে হত্যা করলেন না বরং হত্যা তো দুরের কথা কেউ তার বিরোধিতাও করলেন না। আলীকে খিলাফত দেওয়ার প্রসঙ্গও কেউ আনলেন না। এমনকি খোদ আলী রা. নিজেও কোন আপত্তি তুললেন না; তাহলে বুঝতে হবে যে, আলী রা. কে খিলাফত দেওয়ার বিষয়টি কোন সাহাবী জানতেন না এমনকি খোদ আলী রা. ও জানতেন না। বরং পীর সাহেবগন তাদের গোপন কাশফের

মাধ্যমে জেনেছেন। আর তা না হলে এগুলো হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মিথ্যা রটনা করা হয়েছে। আর মূলতঃ বিষয়টি তাই।

এখন পীর সাহেবগণ বলতে পারেন যে, আলী রা. কে যে, খেলাফত প্রদান করা হয়েছিল সেটা ছিল "তাসাউউফ বা বাতেনী খিলাফত"। তাহলে আমি জানতে চাই যে, রাষ্ট্রীয় খিলাফত আর ধর্মীয় খিলাফত কি আলাদা? সেই আধ্যাত্মিক খলিফা একাধিক হতে পারেন? তাহলে আমার প্রশ্ন হলো, আবু বকর, ওমর, ওসমান রা. কি সেই খিলাফত পাওয়ার যোগ্য ছিলেন কিনা? পীরদের খলিফা যদি একই সাথে শত শত হতে পারেন তাহলে আল-াহর রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম শুধুমাত্র একজনকে খিলাফত দিলেন কেন? আল-াহর রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর লক্ষাধিক সাহাবাদের মধ্যে শুধু কি একজনই সেই যোগ্যতা লাভ করলেন? আর পীর সাহেবগন রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর থেকে কয়েক শতগুণ বেশী খিলাফতের যোগ্যলোক তৈরি করেছেন? এটা কি রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর মত মহান মুয়ালি-মকে পীর সাহেবদের থেকে ছোট করা হলো না? নাকি পীর সাহেবগনও শিয়া? যাদের আক্বীদা আলীসহ কয়েকজন সাহাবী ছাড়া বাকী আবু বকর, ওমর, ওসমান রা. সহ সবাই ছিল মুনাফিক এবং রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর মৃত্যুর পর সবাই মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল।

আসল রহস্যটা কিন্তু এখানেই। এই প্রচলিত পীর-মুরিদীর তরিকা, খিলাফত, বাইআ'ত সব কিছুই শিয়াদের থেকে আমদানীকৃত। এমনকি খোদ 'পীর' শব্দটিও ফার্সী যা ইরানী শিয়াদের মাতৃভাষা এবং পীরদের কবিতা-কাহিনী বেশীর ভাগই ফার্সী ভাষায়। ফার্সী ভাষার মাধ্যমে শিয়াদের আক্বীদা, আর উর্দু ভাষার মাধ্যমে হিন্দুদের সন্যাসীবাদ এবং فَصْلُ السِّيَاسَةِ عَنِ الدِّيْنِ বা ধর্মীয় খলিফা আর রাষ্ট্রীয় খলিফা আলাদা করার মাধ্যমে খৃষ্টানদের رُهْبَانِيَّةٌ বা বৈরাগ্যবাদকে গ্রহন করে বিভিন্ন প্রকার দেশীয় গাছ-গাছরায় তৈরী একটি ভেষজ ইসলাম পালন করছেন এদেশের লক্ষ লক্ষ মুসলমান।

প্রশ্নঃ বর্তমানে পীর-মুরীদদের বাইআ'ত ছাড়াওতো বিভিন্ন দল/জামাআত বাইআ'ত নিচ্ছে এগুলোর ব্যপারে শরীয়ার হুকুম কি?

উত্তরঃ এ জাতীয় কোন বাইআতের কোন ভিত্তি কুরআন-হাদীস ও সালাফে সালেহীনদের ইতিহাসে খুজে পাওয়া যায় না। কারণ তখন তো খলিফা বা ইমাম ছিলেন। মুসলিমরা কেবল মাত্র তাদেরকেই বাইআ'ত দিতেন যা

ইতিপূর্বেই দলিল প্রমানসহ আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই এই জাতীয় নতুন দল ও ফেরকা তৈরী করার-ই তো কোন সুয়োগ ইসলামে নেই। তারপর বাইআ'ত? সে তো খলিফাতুল মুসলিমিন এর অধিকার। আর খিলাফত ব্যবস্থা না থাকলে তখন একামতে দ্বীন এর জন্য, কাফেরদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য, মাজলুমকে সাহায্য করার জন্য মুসলিমগণ একজন ইমাম নিযুক্ত করে তার নিকটে বাইআতের শর্ত পুরণের অঙ্গীকার করবে। আলাদা আলাদাভাবে দলীয় আমীর বা তরিকার পীরদেরকে বাইআ'ত নেয়ার অধিকার দেয়া যাবেনা।

কারণঃ-

(১) কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত মুসলিমদের জামাআতকে আঁকড়ে ধরা এবং বাইআ'ত দেয়া ওয়াজিব হওয়ার দলিল-প্রমানকে এসব খন্ড-খন্ড দলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার কোন সুযোগ নেই। কেননা ওগুলো শুধুমাত্র গোটা মুসলিম উম্মাহর ইমামের জন্যই প্রযোজ্য।

(২) খন্ড-খন্ড দল তৈরীর মাধ্যমে মূলত মুসলিম জাতির মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করা হয় এবং মুসলিম জাতির ঐক্য ধংস হয়ে যায়। আর যারা মুসলিম জাতির ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরাতে চায় আল-াহর রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করার আদেশ করেছেন।

হাদীসঃ

عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ وَهْىَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ

অর্থঃ আরফাজা রা. বলেন, আমি রাসুলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ অচিরেই বিভিন্ন ধরণের নতুন নতুন বিশৃঙ্খলা ও কলহ-বিবাদের সৃষ্টি হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি এই উম্মতের (উম্মতে মুহাম্মদীর) ঐক্য ও সংহতির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে চায় এবং তাদের ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরাতে চেষ্টা করে, তলোয়ার দ্বারা তোমরা তাকে শায়েস্তা কর। চাই সে যে-কেউ হোক না কেন।[২১]

(৩) হাদীস শরীফে খন্ড-খন্ড জামাআত বা ফেরকার সাথে সম্পৃক্ত হতে নিষেধ করা হয়েছে। হয়তো জামাআতুল মুসলিমীন তথা গোটা মুসলিম

[২১] সহীহ মুসলিম ৪৯০২; ("কিতাবুল ইমারাহ বা প্রশাসন ও নেতৃত্ব অধ্যায়", "যদি দুইজন ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধানের) পক্ষ থেকে বাইআত গ্রহণ করা হয়" পরিচ্ছেদ।) মুসনাদে আহমদ ১৯০০০।

উম্মাহর আমীরের সাথে সম্পৃক্ত হবে নতুবা সব ফেরকা থেকে আলাদা থাকতে হবে। যেমন হুজায়ফা (রা) এর হাদীসে বলা হয়েছেঃ

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا

অর্থ:"যদি মুসলিমদের কোন জামাআহ এবং ইমাম না থাকে সে সময় তুমি ঐ সকল ফেরকা এবং দল থেকে আলাদা থাকবে।"[২২]

বি:দ্রঃ একটি সংশয় নিরসন,

হুজায়ফা রা. এর হাদীসের উপর ভিত্তি করে অনেকে বলে যে, বর্তমান সময়ে সকল দল পরিত্যাগ করে আলাদা হয়ে থাকতে হবে। কারণ এই হাদীসের মধ্যে সকল দল ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। কিন্তু তাদের এই ধারণাটি সঠিক নয়। কারণ, এই হাদীসের মধ্যে 'ফেতনার যামানায় যেই সমস্ত বাতিল দল থাকবে তাদের থেকে আলাদা হয়ে থাকতে বলা হয়েছে'। হক-বাতিল সকল প্রকারের জামাআত ত্যাগ করার কথা বলা হয়নি। এর দলীল হলো রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর ঐ হাদীসগুলো যেখানে 'হকপন্থি জামাআত কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে বলে' ঘোষণা দেয়া হয়েছে এবং ঐ সমস্ত হাদীস যেখানে "হকপন্থি জামাআতের আমিরের কাছে বাইআ'ত দেয়ার আদেশ করা হয়েছে"। নিম্নে হাদীসগুলো ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হলো।

(ক) কেয়ামত পর্যন্ত একটি দল আল-াহর রাস্তায় লড়াই করতে থাকবে।

عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

অর্থ: জাবের ইবনে আবদুল-াহ রা. বলেন, আমি রাসুলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম কে বলতে শুনেছি: আমার উম্মতের একদল লোক কেয়ামত (কায়েম হওয়া) পর্যন্ত সত্য দ্বীনের সংরক্ষণের জন্য লড়াই করতে থাকবে এবং তারা বিজয়ী হবে।[২৩]

এ সম্পর্কে আরেকটি হাদীস:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُفَيْلٍ الْكِنْدِيِّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَذَالَ النَّاسُ الْخَيْلَ وَوَضَعُوا السِّلَاحَ وَقَالُوا لَا جِهَادَ قَدْ وَضَعَتْ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ وَقَالَ كَذَبُوا

[২২] সহীহ মুসলিম ৪৮৯০।

[২৩] মুসলিম শরিফ ১৫৬, আহমদ ১৪৭৬২, ইবনে হিব্বান ৬৮১৯, ইবনুল জার‍ূদ ১০৩১, বাইহাক্বী ১৮৩৯৬

الْآنَ الْآنَ جَاءَ الْقِتَالُ وَلَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ وَيُزِيغُ اللَّهُ لَهُمْ قُلُوبَ أَقْوَامٍ وَيَرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَحَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ وَالْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

অর্থ: সালামা ইবনে নুফাইল আল কিন্দী বলেন, আমি রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর কাছে বসেছিলাম এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর কাছে এসে বলল, হে আল-াহর রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম লোকেরা ঘোড়াগুলোকে অপ্রয়োজনীয় মনে করছে এবং অস্ত্র রেখে দিয়েছে। আর বলছে, এখন আর জিহাদ নেই। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তারা মিথ্যা বলেছে। এখনই, হ্যাঁ, এখনই যুদ্ধের সময় হয়েছে। আমার উম্মতের একটি দল হক্বের উপর লড়াই করতে থাকবে। আল-াহ তা'আলা তাদের জন্য অন্য জাতিগুলোর অন্তরকে বাঁকা করে দিবেন। এবং তাদের (মুজাহিদগন)-কে ওদের (গুমরাহদের) থেকে রিযিক দেবেন। কিয়ামত আসা ও আল-াহর ওয়াদা বাস্তবায়ন হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। আর ঘোড়ার ললাটের সঙ্গে (মুজাহিদদের) কল্যাণ বাঁধা থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।[২৪]

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– أَنَّهُ قَالَ « لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ

অর্থ: জাবের ইবনে সামুরাহ হতে বর্ণিত নবী করীম সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম ইরশাদ করেছেন; এই দ্বীন ইসলাম চিরস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং মুসলিমদের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত এই দ্বীনের উপর অটল থেকে অব্যাহত ভাবে লড়াই চালিয়ে যাবে।[২৫]

لاَ تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

অর্থ: মুসলিমদের একটি জামা'আত হক্বের উপর অটল থেকে অব্যাহত ভাবে কিয়ামত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবে। যারা তাদের বিরোধী শক্তির উপর বিজয়ী হয়ে থাকবে।[২৬]

[২৪] সুনানে নাসায়ী ৩৫৬৩।

[২৫] সহীহ মুসলিম ৫০৬২, কানজুল উম্মাল ৩৪৪৯৫, আহমদ ২১০২৩, ইতহাফুল খিয়ারাহ ৭৪১৫, মুসনাদে সাহাবা, মুজামূল কাবীর ১৯৩১।

[২৬] সহীহ মুসলিম, আহমদ ১৬৮৯৫, মুজামূল কাবীর ১০১৬, আবি আওয়ানাহ ৬/৪১, জামেউল আহাদীস ৬৭৭৭, তাহজীবুল আছার ৯২৩।

(৪) দল তৈরীর মাধ্যমে মুসলিম জাতির ঐক্য বিনষ্ট হয়। আল-াহর দিকে আহবান করার পরিবর্তে দলের দিকে আহবান করা হয়। বিভিন্ন দলের কর্মীদের মধ্যে পরস্পরে বিদ্বেষ এবং শত্রুতার সৃষ্টি হয়। শায়েখ বকর ইবনে আবদুল-াহ আবু জায়েদ বলেন:

والخلاصة: أن البيعة في الإسلام واحدة من ذوي الشوكة: أهل الحل والعقد لولي المسلمين وسلطانهم وأن ما دون ذلك من البيعات الطرقية والحزبية في بعض الجماعات الإسلامية المعاصرة كلها بيعات لا أصل لها في الشرع...

মোট কথা: ইসলামে বাইআ'ত কেবল মাত্র একটাই, আর তা হল খলিফাতুল মুসলিমীন বা ইমামুল মুসলিমীনের জন্য। এছাড়া যত প্রকার বাইআ'ত আছে চাই সে দলীয় বাইআ'ত হোক অথবা তরিকার বাইআ'ত হোক, এগুলোর ইসলামী শরীয়তে কোন ভিত্তি নাই। কোরআনে নাই, হাদীসে নাই, কোন সাহাবীর আমলে নাই, কোন তাবেয়ীর আমলে নাই। সুতরাং এগুলো নিশ্চিত বেদ'আতী বাইআ'ত। আর সকল বিদ'আত গোমরাহী। সুতরাং এজাতীয় কোন বাইআ'ত কেহ দিয়ে থাকলে সে বাইআ'ত ভঙ্গ করা বা রক্ষা না করলে কোন গুনাহ হবে না। বরং এজাতীয় বাইআ'ত রক্ষা করলে গুনাহগার হওয়ার আশংকা আছে। কারণ এর মাধ্যমে উম্মাহকে বিভক্ত করা তাদের মধ্যে ফাটল তৈরি করা, বিভেদ এবং শত্রুতা সৃষ্টি করা হয় যা মারাত্মক অন্যায়। তাই এই বাইআ'ত শরীয়তের আওতাভুক্ত নয়। এট বর্জন করে চলা উচিৎ।[২৭]

ব্যতিক্রম

পূর্বের আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল খলিফাতুল মুসলিমীন বা ইমামুল মুসলিমীন ছাড়া অন্য কারো জন্য বাইআ'ত নেয়ার কোন সুযোগ নেই। তবে কিছু শক্তিশালী দলীল পাওয়া যাওয়ার কারণে শুধুমাত্র জিহাদের ময়দানে শর্ত সাপেক্ষে খলিফাতুল মুসলিমীন বা ইমামুল মুসলিমীন ছাড়া অন্য কেউ তাৎক্ষনিক ভাবে জিহাদের কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য বাইআ'ত নিতে পারবে। নিম্নে তার দলিল সমূহ পেশ করা হলো:

(১) ইয়ারমুকের যুদ্ধে ইকরামা ইবনে আবু জাহালের ঘটনা। হাফেজ ইবনে কাছির (র:) তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ" এর ৭ নাম্বার খন্ডের ১৫ নাম্বার পৃষ্ঠায় উলে-খ করেছেন।

[২৭] আল বাইআতুল আম্মাহ্ ওয়াল খাচ্ছাহ ১৯৬।

قَالَ عِكْرَمَةُ بْنُ أَبِيْ جَهْلٍ يَوْمَ الْيَرْمُوْكِ: قَاتَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ مَوَاْطِنَ وَأَفِرُّ مِنْكُمُ الْيَوْمَ ؟ ثُمَّ نَادَىْ: مَنْ يُبَايِعُ عَلَى الْمَوْتِ ؟ فَبَايَعَهُ عَمَّهُ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ، وَضَرَارُ بْنُ الْاَزْوَرِ فِيْ أَرْبَعَمِأَةٍ مِنْ وُجُوْهِ الْمُسْلِمِيْنَ وَفُرْسَانِهِمْ، فَقَاتَلُوْا قُدَامَ فُسْطَاطِ خَالِدٍ حَتَّىْ أَثْبَتُوْا جَمِيْعًا جُرَاحًا، وَقُتِلَ مِنْهُمْ خَلْقٌ مِنْهُمْ ضِرَارُ بْنُ الْاَزْوَرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ. وَقَدْ ذَكَرَ الْوَاقِدِيْ وَغَيْرُهُ أَنَّهُمْ لَمَّا صُرِعُوْا مِنَ الْجِرَاحِ اِسْتَسْقُوْا مَاءً فَجِيْئَ إِلَيْهِمْ بِشُرْبَةِ مَاءٍ فَلَمَّا قُرِّبَتْ إِلَىْ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَيْهِ الْآخَرُ فَقَالَ: اِدْفَعْهُا إِلَيْهَا، فَلَمَّا دُفِعَتْ إِلَيْهِ نَظَرَ إِلَيْهِ الْآخَرُ فَقَالَ: اِدْفَعْهَا إِلَيْهِ، فَتَدَافَعُوْهَا كُلُّهُمْ مِنْ وَاحِدٍ إِلَىْ وَاحِدٍ حَتَّى مَاتُوْا جَمِيْعًا وَلَمْ يَشْرُبْهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ

অর্থ: "ইকরামা রা. (আবু জাহেলের পুত্র) ইয়ারমুকের যুদ্ধের দিন বললেন; আমি আল-াহর রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর বিরুদ্ধে বহু জায়গায় যুদ্ধ করেছি। আর আজকে (ইসলাম গ্রহণ করার পর) তোমাদের থেকে পালাব? অতপর তিনি ঘোষণা করলেন, কে আছো যে, মৃত্যুর উপর বাইআ'ত দিবে? এরপর তার চাচা হারেছ ইবনে হিশাম, যিরার ইবনে আযওয়ার রা. সহ চারশত নেতৃস্থানীয় মুসলিম যোদ্ধা ও অশ্বারোহীগণ বাইআ'ত দিলেন। এরপর তারা খালেদ বিন ওয়ালিদ রা. এর তাবুর সামনে যুদ্ধ করলেন এবং সকলেই আহত হলেন। এবং যিরার ইবনে আযওয়ার সহ আনেকেই শহীদ হয়ে গেলেন। আল-ামা ওয়াকেদী সহ আরও অন্যান্য ওলামাদের থেকে বর্ণিত: আহত হওয়ার পর তারা পানি চাইলে এক পাত্র পানি আনা হলো। পাত্রটি যখন একজনের নিকট উপস্থিত করা হলে সে দেখলো আরেক জন পাত্রে দিকে তাকিয়ে রয়েছে, সে প্রথমে তাঁকে পানি দিতে বললো। যখন তার কাছে পানি নিয়ে যাওয়া হলো সে দেখল পাত্রের দিকে আরেকজন তাকিয়ে রয়েছে, সে প্রথমে তাকে পানি দিতে বললো। এভাবে একজন থেকে আরেকজনের কাছে নিতে নিতেই তারা সকলেই শাহাদাত বরণ করল কেউ পানি পান করলো না।"[২৮]

বাইআ'তের পদ্ধতি

কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে বাইআ'ত দেওয়া ও নেওয়ার পদ্ধতি-

[২৮] আল বিদায়া ওয়ন নিহায়া ৭/১৫।

১. اَلْمُصَافَحَةُ وَالْكَلَامُ: মুসাফা এবং কথার মাধ্যমে। বাইআ'ত গ্রহণকারীর হাতের উপর বাইআ'ত প্রদানকারীর হাত রেখে আনুগত্যের মৌখিক ঘোষণা দেওয়া। আর এই পদ্ধতিটিই হচ্ছে প্রসিদ্ধ পদ্ধতি। দলিল:

{إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} [الفتح: ১০]

অর্থ: "আর যারা তোমার কাছে বাইআ'ত গ্রহণ করে, তারা শুধু আল-াহরই কাছে বাইআ'ত গ্রহণ করে; আল-াহর হাত তাদের হাতের উপর।"[২৯]

ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর রা. এর বাইআ'তও এই পদ্ধতিতেই হয়েছিল। দলিল:

فَقَالَ عُمَرُ بَلْ نُبَايِعُكَ أَنْتَ فَأَنْتَ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهِ فَبَايَعَهُ وَبَايَعَهُ النَّاسُ

অর্থ: ...অত:পর উমর রা. বললেন, বরং হে আবু বকর রা. আমরা আপনাকে বাইআ'ত দিব। কেননা আপনি আমাদের সরদার, আপনিই আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর কাছে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি। এই বলে উমর রা. আবু বকর রা. এর হাত ধরলেন এবং বাইআ'ত দিলেন। তারপর উপস্থিত সকলেই বাইআ'ত দিলেন।[৩০]

২. اَلْكَلَامُ فَقَطْ: শুধুমাত্র কথার মাধ্যমে। দলিল:

عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ يُقَالُ الشَّرِيدِ لَهُ كَانَ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ فِي وَفْدِ وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ فَقَدْ بَايَعْتُكَ

অর্থ: আমর তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন; "সাক্বীফ" গোত্রের প্রতিনিধি দলের মধ্যে এক ব্যক্তি কোষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ছিল। রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম তার প্রতি নির্দেশ পাঠাল "তুমি ফিরে যাও। আমি তোমার বাইআ'ত নিয়েছি।"[৩১]

রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম মহিলাদের থেকে এই পদ্ধতিতেই বাইআ'ত গ্রহণ করতেন। মহিলাদের সাথে কখনো তিনি মুসাফাহা করে বাইআ'ত গ্রহণ করেন নাই।

[২৯] সূরা ফাতাহ ৪৮:১০।
[৩০] দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ, সহীহ বুখারী ৩৬৬৭।
[৩১] সুনানে নাসায়ী ৪১৯৩, তাহজীবুল আসার ১২৮৮, জামেউল আহাদীস ৩১৪০, জামেউল উসুল ৫৪৮৯, ইতহাফুল খিয়ারাহ ৪৫২৮, বায়হাক্কী ১৪০২২, আহমদ ১৯৪৯২।

মহিলাদের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় তারা পুর"ষদের মতই ইমামের কাছে উপস্থিত হয়ে শুধুমাত্র মৌখিক ভাবে বাইআতের অঙ্গীকার করবে। সেটা পুর"ষদের সাথে যৌথ ভাবেও হতে পারে। আবার শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য আলাদাভাবেও হতে পারে।

عَنْ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الْآيَةِ بِقَوْلِ اللَّهِ { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ } قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَايَعْتُكِ كَلَامًا وَلَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ مَا يُبَايِعُهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ قَدْ بَايَعْتُكِ عَلَى ذَلِكِ

অর্থ: আয়েশা রা. হতে বর্ণিত যে, রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর কাছে যখন কোন মুমিন মহিলারা হিজরত করে আসতেন। তখন তাদেরকে কুরআনের এই আয়াতের মাধ্যমে পরীক্ষা করতেন। "হে নবী, যখন মুমিন নারীরা তোমার কাছে এসে এই মর্মে বাইআ'ত করে যে, তারা আল-াহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্ড়নদেরকে হত্যা করবে না, তারা জেনে শুনে কারো উপর কোন মিথ্যা অপবাদ দিবে না এবং সৎ কাজে তারা তোমার অবাধ্য হবে না। তখন তুমি তাদের বাইআ'ত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য আল-াহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল-াহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

উরওয়াহ বলেন আয়েশা রা. বলেন, মুমিন মহিলাদের মধ্যে যে এই শর্ত মেনে নিত, রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম তাকে বলতেন, তোমাকে আমি এই আয়াতের উপর বাইআ'ত করে নিয়েছি। আল-াহর কসম, বাইআ'ত নেয়ার সময় রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর হাত কোন মহিলার হাতকে স্পর্শ করেনি। শুধুমাত্র একথা বলতেন, আমি তোমাকে এ বিষয়ের উপর বাইআ'ত নিলাম।[৩২] আরো একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلَامِ بِهَذِهِ الْآيَةِ { لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا } قَالَتْ وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا

[৩২] সহীহ বুখারী হা: নং ৪৮৯১, জামেউল আহাদীস, জামেউল উসুল ৮৪৪।

অর্থ: আয়েশা রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম মহিলাদের থেকে বাইআ'ত নিতেন কথার মাধ্যমে এ আয়াতের দ্বারা "তোমরা আল-াহর সাথে কাউকে শরীক করবে না।" আয়েশা রা. বলেন, রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর হাত তাঁর অধিনস্ত মহিলারা (অর্থাৎ স্ত্রীগণ এবং বাদীগণ) ছাড়া অন্য কোন মহিলার হাতকে স্পর্শ করে নাই।[৩৩]

নেতৃস্থানীয় মহিলা ও পুরুষদের যৌথভাবে বাইআ'ত নেয়ার দলিল:

عن عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسٍ تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ

অর্থ: উবাদা ইবনে সামেত রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, আমরা মজলিসে থাকাবস্থায় আল-াহর রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম আমাদেরকে বললেন; "তোমরা আমার কাছে এ মর্মে বাইআ'ত দাও যে, তোমরা আল-াহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না এবং তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। এবং কোন ব্যক্তিকে এমন মিথ্যা অপবাদ দেবে না যা তোমাদেরই গড়া। এবং সৎ কাজের অবাধ্যতা করবে না। যে ব্যক্তি এ অঙ্গিকার পূর্ণ করবে তার প্রতিদান আল-াহর কাছে।

আর যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ করে অতপর দুনিয়াতে সে শাস্তি পেল। তাহলে এটা তার জন্য কাফ্ফারা হবে। আর যদি কেউ পাপ করে আর আল-াহ তাআলা তা গোপন করে রাখেন তাহলে তার বিষয়টি আল-াহ তাআলার উপর ন্যস্ত থাকিবে। যদি চান তিঁনি তাকে শাস্তি দিবেন অথবা তাকে ক্ষমা করে দিবেন। অতপর উবাদা ইবনে সামেত রা. বলেন, আমরা এ

[৩৩] সহীহ বুখারী হা: নং ৭২১৪।

বিষয়ের উপর রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর কাছে বাইআ'ত দিলাম।[৩৪]

এটি দ্বিতীয় বাইআ'তুল আক্বাবার ঘটনা। যেখানে মদিনার আউস ও খাজরাজ গোত্রের নেতৃস্থানীয় পুরুষদের সঙ্গে দুজন মহিলাও বাইআতে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

৩. اَلْكِتَابَةُ: বাইআ'ত চিঠি বা লেখার মাধ্যমে। দলিল:

عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ حَيْثُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ كَتَبَ إِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ مَا اسْتَطَعْتُ وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا بِمِثْلِ ذَلِكَ (صحيح البخاري)

অর্থ: আব্দুল-াহ ইবনু দীনার রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন লোকেরা 'আব্দুল মালিকের নিকট বাইআ'ত নিল, তখন 'আব্দুল-াহ ইবনু উমার রা. তার কাছে চিঠি লিখলেন - আল-াহর বান্দা, মু'মিনদের নেতা আব্দুল মালিকের প্রতি, আমি আমার সাধ্য মোতাবেক আল-াহ ও তাঁর রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর সুন্নাত অনুযায়ী তাঁর কথা শোনার ও তাকে মেনে চলার অঙ্গীকার করছি আর আমার ছেলেরাও তেমনি অঙ্গীকার করছে।[৩৫]

وَكَتَبَ النَّجَاشِيْ إِلَىْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ إِلَىْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللهِ مِنَ النَّجَاشِيْ ، سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ مِنَ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، لَاْ إِلَهَ إِلَّاْ هُوَ الَّذِيْ هَدَاْنِيْ إِلَىْ الْإِسْلَاْمِ، اَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ بَلَغَنِيْ كِتَابُكَ يَاْ رَسُوْلَ اللهِ فِيْمَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ عِيْسَىْ .... اِلَيْ اَنْ قَالَ: وَقَدْ بَايَعْتُكَ وَبَايَعْتُ اِبْنَ عَمِّكَ وَأَسْلَمْتُ عَلَىْ يَدَيْهِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

অর্থ: নাজ্জাশী আল-াহর রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর কাছে চিঠি পাঠালেন। "পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল-াহর নামে শুরু করতেছি। আল-াহর রাসূল মুহাম্মদ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর প্রতি নাজ্জাশীর পক্ষ থেকে: আপনার প্রতি আল-াহর শান্তি ও দয়া বর্ষিত হোক, ঐ সত্তা ছাড়া কোন ইলাহ নেই যিনি আমাকে ইসলামের সঠিক দিশা

[৩৪] সহীহ বুখারী ৭২১৩, আহমদ ২২৭৮৫, মুসলিম ১৭০৯, তিরমিযি ১৪৩৯, নাসায়ী ৪১৭৮।

[৩৫] সহীহ বুখারী ৭২০৩। (আ.প্র. ৬৬৯৯, ই.ফা. ৬৭১২)

দিয়েছেন, পর সমাচার: আমার কাছে আপনার চিঠি পৌছিয়াছে যে চিঠিতে আপনি ঈসা (আঃ) এর ব্যপারে আলোচনা করেছেন।... নাজ্জাশী বলল; আমি আপনার কাছে বাইআ'ত প্রদান করলাম এবং আপনার চাচাতো ভাইয়ের কাছেও বাইআ'ত প্রদান করলাম। এবং আমি আল-াহর জন্য তার হাতে মুসলিম হলাম।[৩৬]

বাইআ'ত দানের ক্ষেত্রে সাধারণত মুসলিম জনতাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ জনগণ।

(১) اَلْبَيْعَةُ الْخَاصَّةُ: বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বাইআ'ত:

اَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ "আহলুল হাল- ওয়াল আক্বদ" অর্থাৎ যাদের ইমাম নির্বাচন করার যোগ্যতা আছে যেমন; উলামা, ফুজালা এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তারা সরাসরি ইমামের হাতে হাত দিয়ে বাইআ'ত দিবে। যদি উপস্থিত থাকে। আর যারা দুরে থাকে তারা সাক্ষীদের সামনে বাইআতের ঘোষণা দিবে। তবে এক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর সমস্ত "আহলুল হাল- ওয়াল আক্বদ"-কে একত্র হয়ে বাইআ'ত দেয়া শর্ত নয়।

قَالَ الْمَازْرِيْ: يَكْفِيْ فِيْ بَيْعَةِ الْإِمَامِ أَنْ يَقَعَ مِنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ وَلاَ يَجِبُ الْإِسْتِيْعَابُ وَلاَ يَلْزَمُ كُلُّ أَحَدٍ أَنْ يَحْضُرَ عَنْدَهُ وَيَضَعُ يَدَهُ فِيْ يَدِهِ بَلْ يَكْفِيْ اِلْتِزَامُ طَاعَتِهِ وَالْاِنْقِيَادُ لَهُ بِأَنْ لاَ يُخَالِفَهُ

অর্থ: "আহলুল হাল ওয়াল আকদ (জ্ঞানী) লোকদের বাইআ'তই যথেষ্ট। প্রত্যেক জনসাধারণের উপস্থিত হয়ে আমীরের হাতে বাইআ'ত দেয়া জর—রী নয়। বরং যথেষ্ট হচ্ছে আমীরের আনুগত্য মেনে নেওয়া তার নির্দেশের বিরোধিতা না করা।[৩৭]

ইমাম নববী রহ. বলেন:

أَمَّا الْبَيْعَةُ: فَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَىْ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا مُبَايَعَةُ كُلِّ النَّاسِ وَلاَ كُلِّ أَهْلِ الْحِلِّ وَالْعَقْدِ وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ مُبَايَعَةُ مَنْ تَيَسَّرَ إِجْمَاعُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالرُّؤَسَاءِ وَوُجُوْهِ النَّاسِ وَأَمَّا عَدَمُ الْقَدْحِ فِيْهِ فَلِأَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَىْ كُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يَأْتِيَ إِلَىْ الْإِمَامِ

[৩৬] দালাইলুন নবুওয়াহ্ লিল বাইহাক্বী ৬০৩।
[৩৭] ফাতহুল বারী শরহে সহীহুল বুখারী ১৬/২২৮।

فَيَضَعُ يَدَهُ فِيْ يَدِهِ وَيُبَايِعُهُ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ إِذَا عَقَدَ أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ لِلْإِمَامِ الْاِنْقِيَادَ لَهُ وَأَنْ لاَ يَظْهَرَ خِلَافًا وَلاَ يَشُقَّ الْعَصَا....

অর্থ: "বাইআতের ব্যপারে সমস্ত আলেমগণ একমত যে, বাইআ'ত শুদ্ধ হওয়ার জন্য সমস্ত জনগণের বাইআ'ত দেওয়া শর্ত নয়। তেমনিভাবে সমস্ত "আহলুল হাল- ওয়াল আক্বদ" দের বাইআ'ত দেওয়াও শর্ত নয়। বরং যেসকল উলামা, নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্টজনদের উপস্থিত থাকা সম্ভব তারা একত্র হয়ে বাইআ'ত দেওয়া শর্ত। সাধারণ জনগণ প্রত্যেকে ইমামের নিকট এসে তার হাতে হাত রেখে বাইআ'ত করা ওয়াজিব না। বরং সাধারণ জনগণের উপর আবশ্যক হলো যখন 'আহলুল হাল- ওয়াল আক্বদ'রা কোন ইমামের আনুগত্য মেনে নিবে তখন তারা সেই ইমামের আনুগত্য করবে এবং বিরোধিতা করবে না বা বিদ্রোহ করবে না।[৩৮]

কেননা (ক) মুসলিম উম্মাহর সমস্ত "আহলুল হাল- ওয়াল আক্বদ"-কে একত্র করা অসম্ভব। (খ) সমস্ত "আহলুল হাল- ওয়াল আক্বদ"-কে কোন একজন ইমামের ব্যপারে ঐক্যবদ্ধ করাও প্রায় অসম্ভব। (গ) আবু বকর সিদ্দিক রা. -কে খলিফা নির্বাচন করার সময় বিশিষ্ট সাহাবী আলী রা. অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও উপস্থিত নেতৃবর্গের বাইআ'ত প্রদানের মাধ্যমে আবু বকর সিদ্দিক রা. খলিফা নির্বাচিত হন। এবং পরবর্তিতে গোটা মুসলিম উম্মাহর জন্য তা মেনে নেওয়া আবশ্যক হয়ে যায়। অবশ্য আলী রা. পরবর্তিতে খলিফা আবু বকর সিদ্দিক রা. কে বাইআ'ত দেন।

(২) اَلْبَيْعَةُ الْعَامَّةُ সাধারণ জনগণ এর বাইআ'ত:

"আহলুল হাল- ওয়াল আক্বদ" এর বাইআতের ভিত্তিতে যে খলিফাকে ইতিপুর্বেই মনোনিত করা হয়েছে সাধারণ মুসলিম জনগণ সেই খলিফাকে বাইআ'ত দিবে। তাদেরকে সরাসরি ইমামের হাতে হাত দিয়ে বাইআ'ত দেয়া জর—রী নয়। বরং তাদের জন্য এ আক্বীদা পোষণ করাই যথেষ্ট যে, তারা উক্ত ইমামের অধীনে আছে এবং তার আনুগত্য মেনে নিয়েছে। সে মতে তারা ইমামের সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত ইমাম আল-াহর আনুগত্যের পরিপন্থী কোন হুকুম না করে। এ বিষয়ে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে;

[৩৮] শরহে মুসলিম লি ইমাম নববী (রাঃ) ৪/৮১।

عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةَ عُمَرَ الْآخِرَةَ حِينَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذَلِكَ الْغَدَ مِنْ يَوْمٍ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَشَهَّدَ وَأَبُو بَكْرٍ صَامِتٌ لَا يَتَكَلَّمُ قَالَ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَدْبُرَنَا يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ آخِرَهُمْ فَإِنْ يَكُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ هَدَى اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَانِيَ اثْنَيْنِ فَإِنَّهُ أَوْلَى الْمُسْلِمِينَ بِأُمُورِكُمْ فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَايَعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ وَكَانَتْ بَيْعَةُ الْعَامَّةِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ لِأَبِي بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ اصْعَدْ الْمِنْبَرَ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَبَايَعَهُ النَّاسُ عَامَّةً

অর্থ: আনাস ইবনে মালিক রা. হতে বর্ণিত; তিনি উমর রা. এর দ্বিতীয় ভাষণটি শুনেছেন। যা তিনি রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর ইন্তেকালের পরদিন মিম্বরে বসে দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, আমি আশা করছিলাম রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকবেন এবং আমাদের পিছনে যাবেন। এ থেকে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি সবার শেষে ইন্তেকাল করবেন। তবে মুহাম্মদ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম যদিও ইন্তেকাল করেছেন আল-াহ তোমাদের মাঝে এমন এক নূর (কুরআন) রেখেছেন যা দ্বারা তোমরা হিদায়েত পাবে। আল-াহ তাআলা মুহাম্মদ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম কে এই নূর দিয়ে হিদায়েত করেছিলেন। আর আবু বকর রা. ছিলেন তাঁর সঙ্গী এবং দুজনের দ্বিতীয় জন। তোমাদের এ দায়িত্ব বহন করার জন্য মুসলিমদের মধ্যে তিনিই সর্বোত্তম। সুতরাং তোমরা উঠ এবং তার হাতে বাইআ'ত গ্রহণ কর। অবশ্য এক জামাআত ইতিপূর্বে বনী "ছাক্বীফা" গোত্রের ছত্রছায়ায় তার হাতে বাইআ'ত গ্রহণ করেছিল। আর সাধারণ বাইআ'ত হয়েছিল মিম্বরের উপর।

ইমাম জুহরী বলেন যে, আনাস ইবনে মালিক রা. বলেছেন; আমি উমর রা. কে বলতে শুনেছি যে তিনি আবু বকর রা. কে বলতে লাগলেন; আপনি মিম্বরে উঠুন। অগত্যা তিনি মিম্বরে উঠলেন। তারপর সাধারণ জনগণ তাকে বাইআ'ত দিলেন।[৩৯]

কি কি কাজের জন্য বাইআ'ত গ্রহণ করা যাবে

[৩৯] সহীহ বুখারী, মুসনাদে সাহাবা ৩২, মুজামুল আওসাত ৯১৬৯।

وَمِمَّا يَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ؛ أَنَّ الْبَيْعَةَ تَصِحُّ عَلَى كُلِّ طَاعَةٍ مِنَ الطَّاعَاتِ وَعِبَادَةٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ، فَالْبَيْعَةُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ صَحِيْحَةٌ.

অর্থ: "বাইআ'ত নেয়া সহীহ হবে সর্ব প্রকার আনুগত্যের ও সর্ব প্রকার এবাদতের জন্য। সুতরাং ইসলামের উপর বাইআ'ত, হিজরতের উপর বাইআ'ত, জিহাদের উপর বইআত, সালাতের উপর বাইআ'ত, যাকাতের উপর বাইআ'ত, নসীহতের উপর বাইআ'ত, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদানের উপর বাইআ'ত সহ ইসলামের আরো অন্যান্য বিষয়ের উপর বাইআ'ত নেয়া বৈধ আছে।"[৪০] যেগুলো কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত।

১. ইসলামের উপর বাইআ'ত: اَلْبَيْعَةُ عَلَي الْإِسْلَامِ

রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম ইসলামের উপর বাইআ'ত গ্রহণ করেছেন। এটি পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। আল-াহ (সুব:) বলেন:

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

অর্থ: "হে নবী, যখন মুমিন নারীরা তোমার কাছে এসে এই মর্মে বাইআ'ত করে যে, তারা আল-াহর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্ডানদেরকে হত্যা করবে না, তারা জেনে শুনে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকাজে তারা তোমার অবাধ্য হবে না। তখন তুমি তাদের বাইআ'ত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য আল-াহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল-াহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৪১]

হাদীসে এসেছে,

[৪০] আল বাইআতু সোওয়ারোহা ওয়া উজুবিল ওয়াফা: শাইখ আবু আমর আব্দুল হাকীম হাস্‌সান পৃঃ ২

[৪১] সুরা মুমতাহিনা ৬০:১২।

عَنْ قَيْسٍ سَمِعْتُ جَرِيرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থ: ক্বায়স রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি জারীর রা. কে বলতে শুনেছি যে, "আমি রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর নিকট আল-াহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম আল-াহর রাসুল এর সাক্ষ্য প্রদান, সালাত প্রতিষ্ঠা, যাকাত প্রদান, আমীরের কথা শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা এবং সকল মুসলিমের জন্যে শুভকামনার উপর বাইআ'ত গ্রহণ করেছি।[৪২]

جَابِرًا قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَايِعْنِي عَلَى الْإِسْلَامِ فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ (صحيح البخاري)

অর্থ: জাবির বিন আব্দুল-াহ রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন বেদুঈন নবী সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর নিকট এসে বলল, ইসলামের উপর আমাকে বাইআ'ত দিন। রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম তাকে ইসলামের উপর বাইআ'ত দিলেন।[৪৩]

২. খলিফার নির্দেশ শুনা ও মানার বাইআ'ত: اَلْبَيْعَةُ عَلَي السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ

এটি হল ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফা বা ইমাম কর্তৃক তার অধীনস্ত লোকদের থেকে আনুগত্যের বাইআ'ত গ্রহণ করা। রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম মদিনায় হিজরতের প্রায় আড়াই মাস পূর্বে ৬২২ খৃষ্টাব্দে মিনার "আক্বাবা" নামক স্থানে গভীর রাতে গোপন বৈঠকে তেহাত্তরজন পুরুষ ও দুজন নারী থেকে ইক্বামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে ছয়টি শর্তের উপর বাইআ'ত নিয়েছিলেন।

[৪২] সহীহ বুখারী হা: নং ২১৫৭, খুজাইমা ২২৫৯

[৪৩] সহীহ বুখারী, কিতাবুল আহকাম, বাব নং ৫০; ফাতহুল বারী ১৩/২০৫।

أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ

অর্থ: উবাদা ইবনে সামেত রা. হতে বর্ণিত আর তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের একজন ছিলেন। এবং আক্বাবার রাত্রে মদিনার যেসমস্ত নেতাদের কাছ থেকে রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম বাইআ'ত নিয়েছিলেন তিনি তাদের একজন ছিলেন। তিনি বলেন যে, রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম আমাদেরকে বললেন, তোমরা আমার কাছে বাইআ'ত দাও। তিনি বলেন, এমতাবস্থায় সাহাবায়ে কিরাম রাসূলের সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম পার্শ্বে বসা ছিল। যে, তোমরা আল-াহর সাথে কাউকে শরীক করবে না এবং চুরি করবে না এবং যিনা করবে না। এবং তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না।[৪৪]

উবাদা ইবনে সামেত রা. হতে বর্ণিত আরেকটি হাদীস;

عَنْ عُبَادَةَ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى أَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِى اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ.

তিনি বলেন, আমরা রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর নিকটও প্রতিজ্ঞার উপর বাইআ'ত করেছিলাম যে, আমরা মেনে চলব এবং আনুগত্য করব শান্তিতে অশান্তিতে, সুখে এবং দুঃখে। আমাদের উপর কোন ব্যক্তিকে প্রধান্য দান করলেও আমরা ধৈর্য অবলম্বন করব, ক্ষমতা ও প্রধান্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরোধিতা করবো না। সত্যের উপর অটল থাকব, আমরা যখন যেখানে থাকিনা কেন, আল-াহর পথে কোন সমালোচনাকারীর সমালোচনাকে এতটুকু পরওয়া করবো না।[৪৫]

৩. জিহাদের উপর বাইআ'ত: اَلْبَيْعَةُ عَلَي الْجِهَادِ

এমর্মে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বহু দলীল রয়েছে। আল-াহ(সুব:) বলেন,

[৪৪] সহীহ বুখারী ১৮।

[৪৫] সহীহ মুসলিম ৪৮৭৪।

{إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [الفتح: ১০]

অর্থ: "আর যারা তোমার কাছে বাইআ'ত গ্রহণ করে, তারা শুধু আল-াহরই কাছে বাইআ'ত গ্রহণ করে; আল-াহর হাত তাদের হাতের উপর; অতঃপর যে কেউ ওয়াদা ভঙ্গ করলো তার ওয়াদা ভঙ্গের পরিণাম বর্তাবে তারই উপর। আর যে আল-াহকে দেয়া ওয়াদা পূরণ করবে অচিরেই আল-াহ তাকে মহা পুরস্কার দেবেন।"[৪৬]

আল-াহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

{لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا} [الفتح: ১৮]

অর্থ: "অবশ্যই আল-াহ মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার হাতে বাই'আত গ্রহণ করেছিল; অতঃপর তিনি তাদের অন্তরে কি ছিল তা জেনে নিয়েছেন, ফলে তাদের উপর প্রশান্ড়ি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে পুরস্কৃত করলেন নিকটবর্তী বিজয় দিয়ে।"[৪৭]

আল-াহ তা'আলা ইরশাদ করেন;

{ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التوبة: ১১১]

অর্থ: "নিশ্চয় আল-াহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল-াহর পথে লড়াই করে। অতএব তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ ওয়াদা পূরণে আল-াহর চেয়ে অধিক কে হতে পারে? সুতরাং তোমরা (আল-াহর সংগে) যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই মহাসাফল্য।"[৪৮]

হাদীসে এসেছে, মুহাজির ও আনসারগণ খন্দকের যুদ্ধে বলেছিলেন:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا

[৪৬] সুরা ফাতাহ ৪৮:১০।
[৪৭] সুরা ফাতাহ ৪৮:১৮।
[৪৮] সুরা তাওবা ৯:১১১।

আমরাতো সেই জাতি যারা মুহাম্মদ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর নিকট বাইআ'ত দিয়েছি যে, আমরা যতক্ষণ জীবিত থাকবো ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাব।[৪৯]

৪. হিজরতের উপর বাইআ'ত: اَلْبَيْعَةُ عَلَي الْهِجْرَةِ

এটি ইসলামের শুর"তে ছিল। মক্কা থেকে মদিনা আসার পর এটা বন্ধ হয়ে যায়। যেমন মুজাশিয় বিন মাসউদ এর হাদীস থেকে বুঝা যায়:

عَنْ مُجَاشِعٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَخِي بَعْدَ الْفَتْحِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُكَ بِأَخِي لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ قَالَ ذَهَبَ أَهْلُ الْهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا فَقُلْتُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُبَايِعُهُ قَالَ أُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالْجِهَادِ

অর্থ: মুজাশিয় রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি আমার ভাইকে নিয়ে আল-াহর রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর নিকট বললাম, তাকে হিজরতের উপর বাইআ'ত প্রদান কর"ন। রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম বললেন: হিজরত চলে গেছে। আমি বললাম, তাহলে অন্য বিষয়ের উপর নিন। রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম বললেন; আমি তাকে ইসলাম, জিহাদ ও কল্যাণের উপর বাইআ'ত প্রদান করি।

৫. পৃষ্ঠ-পোষকতা ও প্রতিরক্ষার প্রতি বাইআ'ত:

রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রতিরক্ষার জন্যে তিহাত্তর জন পুর"ষ ও দুজন মহিলার নিকট বাইআ'ত নিয়েছিলেন। যেটাকে "বাইআ'তুল আকাবাতুস সানিয়া" বলা হয়। এখানে রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম তাদের নিকট বাইআ'ত নিয়েছিলেন তারা যেভাবে নিজেদের স্ত্রী পরিবার-পরিজন ও সন্তানদের প্রতিরক্ষা করে থাকে তেমনি রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম কে প্রতিরক্ষা করবে।[৫০]

[৪৯] সহীহ বুখারী কিতাবুল জিহাদ, বাব নং ১১০ হা: নং ২৮৩৪।
[৫০] মুসনাদে আহমদ হা/১৫২৩৭, সানাদ সহীহ।

এজাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ছয়টি শর্তের উপর বাইআ'ত নিয়েছিলেন যা নিম্নের হাদীসে জাবের ইবনে আব্দুল-াহ রা. থেকে মুসতাদরাকে হাকেমে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيْ...... فَقُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَىْ مَا نُبَايِعُكَ ؟ قَالَ : تُبَايِعُونِيْ (1) عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيْ النَّشَاطِ وَ الْكَسْلِ (2) وَ عَلَى النَّفْقَةِ فِي الْعُسْرِ وَ الْيُسْرِ (3) وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ (4) وَ عَلَىْ أَنْ تَقُوْلُوْا فِي اللهِ لَاْ تَأْخُذُكُمْ لَوْمَةُ لَائِمٍ (5) وَعَلَىْ أَنْ تَنْصُرُوْنِيْ إِذَاْ قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ وَ تَمْنَعُوْنِيْ مِمَّا تَمْنَعُوْنَ عَنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَ أَزْوَاجَكُمْ وَ أَبْنَاءَكُمْ (6) وَفِيْ رِوَايَةٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ صَامِتٍ: وَعَلَى أَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ

অর্থ: ...অত:পর আমরা বললাম ইয়া রাসুলাল-াহ! আমরা আপনাকে কিসের উপর বাইআ'ত দিব? রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম বললেন; তোমরা বাইআ'ত প্রদান করবে।

১. তোমরা রাসূলের সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম কথা শুনবে ও মানবে কঠিন এবং সহজ অবস্থায়।

২. সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায় (দ্বীন ক্বায়েম বা খিলাফত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আল-াহর পথে) ধন-সম্পদ ব্যয় করতে হবে।

৩. সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান করবে।

৪. তোমরা আল-াহর ব্যপারে সত্য বলবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করবে না।

৫. আমি তোমাদের নিকট (মদিনায়) আগমনের পর তোমরা আমার সাহায্য ও নিরাপত্তা বিধানের অঙ্গিকার করবে। যেভাবে তোমরা তোমাদের নিজের, নিজ পরিবার ও সন্তানাদির নিরাপত্তা বিধান করে থাক।[৫১]

৬. উবাদা ইবনে সামেত থেকে অন্য রেওয়াতে বর্ণিত আছে: আমাদের উপর কোন ব্যক্তিকে প্রাধান্য দান করলেও আমরা ধৈর্য অবলম্বন করব, ক্ষমতা ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরোধিতা করবো না।[৫২]

৬. যুদ্ধের ময়দান থেকে না পালানোর বাইআ'ত:

হুদায়বিয়ার বাইআতে রিদওয়ান সম্পর্কে সালমা ইবনুল আক্বওয়া রা. হতে বর্ণিত :

[৫১] মুসতাদরাকে হাকেম ৪২৫১।
[৫২] সহীহ মুসলিম ৪৮৭৪।

عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ أَلَا تُبَايِعُ قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَأَيْضًا فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ

অর্থ: আমি আল-াহর রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর কাছে বাইআ'ত দিয়ে গাছের ছায়ায় অবস্থান করছিলাম যখন মানুষের ভিড় কমল তখন রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম বললেন, হে ইবনুল আক্বওয়া তুমি কি বাইআ'ত দিবে না? আমি বললাম হে আল-াহর রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম আমি তো বাইআ'ত দিয়েছি। রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম বললেন, আবারো। অতপর: আমি দ্বিতীয়বার বাইআ'ত দিলাম। আমি বললাম হে আবু মুসলিম আপনারা সেদিন কিসের উপর বাইআ'ত দিয়েছিলেন। তিনি বললেন মৃত্যুর উপর।[৫৩]

আনাস রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধের সময় আনসারগণ বলতেছিলেন:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا (صحيح البخاري)

আমরাতো সেই জাতি যারা মুহাম্মদ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর নিকট বাইআ'ত দিয়েছি যে, আমরা যতক্ষণ জিবীত থাকবো ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাব।[৫৪]

রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম তাদের উত্তরে বললেন,

اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ

হে আল-াহ আখেরাতের জীবনই পকৃত জীবন, সুতরাং তুমি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা কর।

ইমাম বুখারী রা. এ বিষয়টির উপর একটি অধ্যায়ের শিরোনাম করেছেন

بَاب الْبَيْعَةِ فِي الْحَرْبِ أَنْ لَا يَفِرُّوا وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْمَوْتِ

অর্থ:"যুদ্ধের ময়দান থেকে না পালানোর অধ্যায়" আবার কেউ কেউ বলেছেন, "মৃত্যুর উপর বাইআ'ত"

[৫৩] সহীহ বুখারী ২৮০০, ৩৯৩৬, ৬৭৮০, ৬৭৮২।
[৫৪] সহীহ বুখারী কিতাবুল জিহাদ, বাব নং ১১০ হা: নং ২৮৩৪।

বুখারীর ভাষ্যকার ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, এখানে জিহাদ এবং মৃত্যু দুটি বিষয় উলে- খ করা হলেও মূলত: দুটির মধ্যে কোন বৈপরিত্ব নেই। কারণ জিহাদের শেষ পরিনতি হচ্ছে শাহাদাতে মৃত্যু অথবা বিজয়। তাহলে বুঝা গেল যে, জিহাদের ময়দানে কখনো কখানো শাহাদারে মৃত্যুও ঘটতে পারে। সুতরাং দুটি বিষয় অর্থাৎ জিহাদ এবং মৃত্যুর কথা উলে- খ্য করা হলেও কোন বৈপরিত্ব থাকবে না। যেহেতু কোন কোন সময় একটি আরেকটিকে আবশ্যক করে নেয়। অথবা দুইটির কথা দুইস্থানে বলেছেন একস্থানে জিহাদের কথা অন্যস্থানে মৃত্যুর কথা।

আব্দুল- াহ ইবনে উমর রা. বলেন;

عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَجَعْنَا مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعْنَا تَحْتَهَا كَانَتْ رَحْمَةً مِنْ اللَّهِ فَسَأَلْتُ نَافِعًا عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعَهُمْ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لَا بَلْ بَايَعَهُمْ عَلَى الصَّبْرِ (صحيح البخاري)

অর্থ: ইবনে উমর রা. বলেন যে, আমরা হুদায়বিয়ার সন্ধির পরবর্তী বৎসরে সেখানে পত্যাবর্তন করলাম। কিন্তু আমাদের দুজন ব্যক্তিও ঐ গাছটি চিহ্নিত করতে পারে নাই, যে গাছের নীচে আমরা বাইআ'ত দিয়েছিলাম। (এ গাছটিকে আল- াহ তাআলা ভুলিয়ে দিয়েছিলেন) যে গাছটি আল- াহর পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ ছিল। অথবা ভূলিয়ে দেওয়াটা আল- াহর রহমত ছিল। (যাতে ঐ গাছটিকে বরকতময় গাছ মনে করে পূজাঁ না করে)। নাফে'কে জিজ্ঞেস করলাম, তারা কিসের উপর বাইআ'ত নিয়েছিল, মৃত্যুর উপর? তিনি বললেন, না বরং তাদের থেকে বাইআ'ত নিয়েছিলেন সবরের উপর (যুদ্ধের ময়দানে অটল থাকার উপর)।[৫৫]

[৫৫] সহীহ বুখারী।

সিরাতে মুস্তাকীম

আল- াহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে মুমিনদের জন্য যে সমস্ত গুর ত্বপূর্ণ ওয়াদা করেছেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে اَلْهِدَايَةُ اِلَيْ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ সঠিক ও সরল পথের দিশা দেয়া। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا} [النساء : ١٧٥]

অর্থ: "অতঃপর যারা আল- াহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাকে আঁকড়ে ধরেছে তিনি অবশ্যই তাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে দয়া ও অনুগ্রহে প্রবেশ করাবেন এবং তাঁর দিকে সরল পথ দেখাবেন।"[৫৬]

মূলত: মানুষের জন্য এটি সবচেয়ে গুর ত্বপূর্ণ বিষয়। একারণেই আল- াহ (সুব:) সুরায়ে ফাতেহার মাধ্যমে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাতে ১৭ বার এবং নফল সালাতে বহুবার তাঁর কাছে হেদায়াতের জন্য আবেদন করার শিক্ষা দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

{اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} [الفاتحة : ٦]

অর্থ: "আমাদেরকে সরল পথ দেখান।"[৫৭]

সুরায়ে ফাতেহার মধ্যে যেই সিরাতে মুস্তাকিমের আবেদন করা হয়েছে গোটা কুরআনকেই আল- াহ (সুব:) তার জবাব হিসাবে নাজিল করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

{ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} [البقرة : ٢]

অর্থ: "এটি (আল- াহর) কিতাব, এতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত।"[৫৮]

অপর আয়াতে আল- াহ (সুব:) মুমিনদেরকে সরল পথ দেখানোর দায়িত্ব নিজেই নিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

{ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} [النحل: ٩]

[৫৬] সুরা নিসা ৪:১৭৫।
[৫৭] সুরা ফাতেহা ১:৫।
[৫৮] সুরা বাকারা ২:২।

অর্থ: "আর সঠিক পথ বাতলে দেয়া আল-াহর দায়িত্ব, এবং **পথের মধ্যে কিছু আছে বক্র**। আর তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের সকলকে হিদায়াত করতেন।"[৫৯]

তবে আল-াহর পক্ষ হতে হেদায়াত পাওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহর উপর অটল থাকা। যারা এটা করবে কেবল মাত্র তাদেরকেই আল-াহ (সুব:) সরল পথের দিশা দিবেন। পবিত্র কুরআনে আল-াহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন:

{ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [آل عمران : ১০১]

অর্থ: "যে ব্যক্তি আল-াহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে তাকে অবশ্যই সরল পথের দিশা দেয়া হবে।"[৬০]

প্রশ্ন: সিরাতে মুস্তাকীম বা সরল পথ কয়টি?

উত্তর: সরল পথ শুধু মাত্র একটি। আর বক্রপথ অনেক। পবিত্র কুরআনে আল-াহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

{وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [الأنعام: ১৫৩]

অর্থ: "আর এটি তো আমার সোজা পথ। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এগুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।"[৬১]

রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাহাবায়ে কিরামদের সামনে যে বক্তব্য দিয়েছেন তার মাধ্যমে সরল পথ ও বক্র পথ সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। আর তা হলো এই:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطا ثُمَّ قَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ سُبُلٌ قَالَ يَزِيدُ

[৫৯] সুরা আন নাহাল ১৬/৯।
[৬০] সুরা আল ইমরান ৩:১০১।
[৬১] সুরা আনআ'ম ৬:১৫৩।

مُتَفَرِّقَةٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ { إِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ }

অর্থ: "আবদুল-াহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম আমাদেরকে (সিরাতে মুস্তাকিম বুঝানোর জন্য) প্রথমে একটি সোজা দাগ দিলেন। আর বললেন এটা হলো আল-াহর রাস্তা। অত:পর ডানে বামে অনেকগুলো দাগ দিলেন আর বললেন এই রাস্তাগুলো শয়তানের রাস্তা। এ রাস্তাগুলোর প্রতিটি রাস্তার মুখে মুখে একেকটা শয়তান বসে আছে। তারা ঐ রাস্তার দিকে মানুষদেরকে ডাকে। অত:পর রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম নিজের কথার প্রমাণে উপরে উলে-খিত প্রথম আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন।"[৬২]

অর্থাৎ যখনই কোন ব্যক্তি সারা জীবনের অন্যায় এবং গুনাহের থেকে তওবা করে সঠিক দ্বীনের উপরে চলার চেষ্টা করে তখনই শয়তান তাকে বুঝায় তুমি এভাবে আল-াহ (সুব:) কে পাবে না। বরং তুমি একজন পীর ধর। যিনি তোমার কথা অনুনয় বিনয় করে আল-াহর কাছে বলবেন। এভাবে একজন পীর ধরিয়ে দেয়। এরপর শয়তানের বাকি যত কাজ সেগুলো ঐ পীর সাহেবই আঞ্জাম দিয়ে থাকেন।

প্রশ্ন: বর্তমানে অনেক তরিকা তৈরী হয়েছে, আমরা কোন তরিকায় চলবো?

উত্তর: এটি একটি চালাকি প্রশ্ন। এই অজুহাত দেখিয়ে পরকালে মুক্তি পাওয়া যাবে না। কারণ অনেক তরিকা যে তৈরী হবে এ সম্পর্কে রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম ভবিষ্যত বাণী করেছেন। সুতরাং অনেক তরিকা তৈরী হয়েছে এজন্য আমারা কোন পথে চলবো? কার কথা মানবো? এ প্রশ্ন করে সঠিক পথের অনুসরণ করা থেকে দূরে থাকলে চলবে না। বরং অনেক পথ তৈরী না হলে প্রশ্ন হতো যে রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম বলেছেন অনেক পথ, অনেক দল, অনেক তরীকা তৈরী হবে। অথচ আমরাতো তা দেখতে পাচ্ছি না। বরং সকলে এক পথেই আছি। তাহলে রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর ভবিষ্যত বাণী কিভাবে সত্যি প্রমাণিত হলো?

[৬২] মুসনাদে আহমদ ৪১৪২; নাসায়ী ১১১৭৫; মেশকাত ১৬৬।

সুতরাং অনেক দল! অনেক মত! আমরা কোন পথে যাব? আলেমরাই তো এক না? আমাদের দোষ কি? এ ধরণের কথা বলে পরকালে মুক্তি পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। কেননা রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, অনেকগুলো দল তৈরী হবে। সাথে সাথে সে অবস্থায় আমরা কি করবো সেকথাও তিনি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। পবিত্র হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে:

مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ».

অর্থ: "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার পর জীবিত থাকবে সে অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার তরীকা ও খোলাফায়ে রাশেদীনদের তরীকা শক্তভাবে ধারণ করবে। মাড়ির দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরবে। সাবধান! তোমরা নতুন নতুন আবিষ্কৃত ইবাদত থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা নব আবিস্কৃত সকল ইবাদতই বিদআত। আর সকল বিদআতই গোমরাহী।"[৬৩]

আরেকটি হাদীসে আরও সুন্দরভাবে বলা হয়েছে:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، وَإِنَّ أُمَّتِي تَفْتَرِقُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلاَّ وَاحِدَةً . وَهِيَ الْجَمَاعَةُ "

অর্থ: "আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম বলেছেন, বনি ইসরাইল একত্তুর দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মত বাহাত্তুর দলে বিভক্ত হবে। সকল দলই জাহান্নামে যাবে তবে একটি দল ব্যতিত। তারা হচ্ছে 'আল জামাআহ' ।[৬৪]

অন্য আরেকটি হাদীসে আরেকটু ভিন্নভাবে বলা হয়েছে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلاَنِيَةً

[৬৩] সুনানে আবূ দাউদ ৪৬০৯।
[৬৪] সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৯৯৩।

لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذلِكَ ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

অর্থ: "আবদুল-াহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম বলেছেন, আমার উম্মতের উপর ঐসকল অবস্থা অতিক্রম করবে যা বনি ইসরাইলদের উপর আবর্তিত হয়েছিল, যেভাবে (উভয় পায়ের) একটি জুতা আরেকটি জুতার সঙ্গে বরাবর হয়। এমনকি তাদের মধ্যে যদি কেউ নিজের মায়ের সঙ্গে প্রকাশ্যে যিনায় লিপ্ত হয়ে থাকে। তাহলে আমার উম্মতের মধ্যেও এমন লোক পাওয়া যাবে যে ঐ কাজ করবে। আর নিশ্চয়ই বনি ইসরাইল বাহত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মত তিহাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হবে। তারা সকলেই জাহান্নামে যাবে শুধুমাত্র একটি মিল-াত (জামাআহ) ব্যতিত। আর তা হচ্ছে আমি এবং আমার সাহাবীগণ যার উপরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছি। এই পথে ও মতে যারা থাকবে কেবলমাত্র তারাই জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে।[৬৫]

এই হাদীসে আমাদের প্রতি পূর্ণ দিক নির্দেশনা রয়েছে। যে বিভিন্ন দল, বিভিন্ন ফেরকা, বিভিন্ন তরীকা যখন জন্ম হবে তখন এই সমস্ত সকল ফিরকাহ বর্জণ করে রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম ও সাহাবায়ে কেরামদের তরীকার অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। বর্তমানে যারা বিভিন্ন তরীকা, বিভিন্ন ফেরকা ও বিভিন্ন দলের অনুসরণ করছেন তাদের এই তরীকা, ফেরকাহ ও দল সমূহ কি রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর যুগে ছিল? এগুলো যাদের নামে তৈরী করা হয়েছে যেমন: চিশতী, কাদেরী, নকশাবন্দী, মুজাদ্দেদী ইত্যাদি তাদের কি জন্ম হয়েছিল? না! অবশ্যই না। তাহলে এগুলো বর্জণ করতে হবে।

প্রশ্ন: আমরা তো রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম কে দেখি নি। রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর সাহাবীদেরও দেখি নাই তাহলে আমরা কি করে জানবো যে রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম ও সাহাবাদের পথ ও মত কোনটি ছিল? তাছাড়া প্রতিটি ফেরকা বা দলের লোকেরাইতো নিজেদেরকে রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম

[৬৫] মুসতাদরাকে হাকেম ৪৪৪; সুনানে তিরমিজি ২৬৪১।

এর প্রকৃত অনুসারী বলে দাবী করে। তাহলে কোনটি হক ও কোনটি বাতিল তা আমরা কি করে জানতে পারি?

উত্তর: হ্যা! এটি একটি খুবই গুর ত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যই মূলত: এই প্রসঙ্গটি তুলে ধরেছি। কেননা রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম তার বিদায় হজ্জের ভাষণে এই প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ

অর্থ: "আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিষ রেখে যাচ্ছি যা শক্তভাবে ধারণ করলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হলো 'কিতাবুল-াহ' (আল-াহর কুরআন)।[৬৬]

অপর হাদীসে উলে-খ করা হয়েছে:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللَّهِ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

অর্থ: "রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম বলেন আমি তোমদের মাঝে এমন দুটো জিনিষ রেখে যাচ্ছি যেদুটো জিনিষকে তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত শক্তভাবে ধারণ করে রাখবে ততক্ষণ পর্যন্ত গোমরাহ হবে না। সেদুটো জিনিষ হচ্ছে 'আল-াহর কিতাব (কুরআন) ও রাসূলের সুন্নাহ (সহীহ হাদীস)।[৬৭]

সুতরাং যদিও আমদের মাঝে রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম বা সাহাবাদের কেউ নেই কিন্তু কিতাবুল-াহ ও সুন্নাতে রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম আমাদের মাঝে ঠিকই আছে। আমরা বিরোধপূর্ণ বিষয়ে ঐ দুটো জিনিষ থেকেই ফায়সালা নিব। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } [النساء: ৫৯]

অর্থ: " অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল-াহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও– যদি তোমরা আল-াহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।"[৬৮]

[৬৬] সহীহ মুসলিম ৩০০৯।
[৬৭] মুআত্তায়ে মালেক ২৬৪০; মুসতাদরাকে হাকেম ৩১৯।
[৬৮] সুরা নিসা ৪:৫৯।

এ আয়াতে আল-াহর কাছে প্রত্যার্পণ কর বলতে কুরআনুল কারীমকে বুঝানো হয়েছে। আর রাসূলের কাছে প্রত্যার্পণ কর বলতে সহীহ হাদীসকে বুঝানো হয়েছে। অতএব কুরআন ও সুন্নাহর সহিত যার কথা মিলবে তার কথা মানা যাবে। আর কুরআন-সুন্নাহের সাথে যার কথা মিলবে না তার কথা মানা যাবে না সে যতবড় ব্যক্তিই হোক না কেন। আমরা কুরআন-সুন্নাহ দিয়ে আলেম-বুযুর্গ, মুর ব্বী, পীর-মাশায়েখ, ওলী-আওলীয়াদের পরিমাপ করবো। ওলী-বুযুর্গদের দিয়ে কুরআন-সুন্নাহকে নয়। আমরা যখনই কুরআন-সুন্নাহের দিকে মানুষকে আহবান করি তখন মানুষেরা কুরআন ও সুন্নাহকে বাদ দিয়ে পীর-বুযুর্গ বা মুর ব্বীদেরকে অনুসরণ করে। আর বলে এত বড় বড় আলেমরা কি কম বুঝেছেন? তারা কি ভুল করেছেন? ইত্যাদি। না! আর এগুলো বলা যাবে না!! কুরআন-সুন্নাহর সহীহ দলীলের অনুসরণ করতে হবে। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম সে কথাই আমাদেরকে অসিয়ত করে গেছেন।

প্রশ্ন: সিরাতে মুস্তাকীম চেনার উপায় কি?

উত্তর: বাহ্যিক রাস্তা চেনার যেমন কিছু লক্ষণ থাকে যেমন আপনি যদি চট্রগ্রাম যান তাহলে ঢাকা থেকে চট্রগ্রাম যেতে যাত্রাবাড়ী হয়ে কাঁচপুর ব্রিজ তারপরে মেঘনা ব্রিজ ইত্যাদি চোখে পড়বে। কিন্তু আপনি গাড়িতে উঠে দেখলেন গাবতলী তারপরে সাভার তারপরে মানিকগঞ্জ তারপরে পাটুরিয়া ফেরিঘাট তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে আপনি ভুল পথের গাড়িতে উঠে পড়েছেন। আপনাকে দ্র ত গাড়ি পরিবর্তন করতে হবে। ঠিক তেমনিভাবে আল-াহকে পাওয়ার জন্য যে সিরাতে মুস্তাকীম রয়েছে তারও কিছু লক্ষণ আল-াহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন। আর সেই লক্ষণ বর্ণনা করতে গিয়েই সুরায়ে ফাতেহাতে ইরশাদ হয়েছে:

{صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة : ৭]

অর্থ: "তাদের পথ, যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন। যাদের উপর (আপনার) ক্রোধ আপতিত হয়নি এবং যারা পথভ্রষ্টও নয়।"[৬৯]

প্রশ্ন: যাদের উপর আল-াহ (সুব:) অনুগ্রহ করেছেন তারা কারা?

[৬৯] সুরা ফাতেহা ১:৭।

উত্তর: আল-াহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত সেই লোকগুলোর পরিচয় সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} [النساء : ৬৯]

অর্থ: "আর যারা আল-াহ ও রাসূলের আনুগত্য করে তারা থাকবে আল-াহ যাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন তাদের সাথে। **তারা হলেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণ**। আর সাথী হিসেবে তারা হবে উত্তম।"[৭০]

প্রশ্ন: এ আয়াতে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহীনদের আল-াহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তারা তো পৃথক পৃথক ব্যক্তি, এতে কি অনেকগুলো তরীকা প্রমাণিত হয় না?

উত্তর: না! মোটেই না! বরং এ আয়াতে সিরাতে মুস্তাকীমের আলামত বর্ণনা করা হয়েছে। সেটা এমন এক রাস্তা যে রাস্তায় নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহীনগণ চলে গেছেন। তা প্রশস্ত রাস্তা, রাজপথ। পীর সাহেবদের তৈরী করা চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নকশাবন্দিয়া, মুজাদ্দেদিয়া বা এ জাতীয় কোন চিপা গলি নয়।

এটার উদাহরণ এরকম যে, আপনাকে বলা হলো "আপনি মেইন রোডে চলবেন, যে রোডে বাস চলে, ট্রাক চলে, মাইক্রো চলে, প্রাইভেট কার চলে" এর দ্বারা কি আপনি চারটি রাস্তা বুঝবেন? আপনি কি বুঝবেন যে বাসের জন্য একটি আলাদা রাস্তা, ট্রাকের জন্য একটি আলাদা রাস্তা, মাইক্রোবাসের জন্য একটি আলাদা রাস্তা, প্রাইভেট কারের জন্য একটি আলাদা রাস্তা? নাকি এর দ্বারা এমন একটি রাস্তাকে বুঝানো হয়েছে যে রাস্তা বড়, প্রশস্ত এবং রাজপথ। যে রাস্তায় ঐসব ধরণের গাড়ি চলাচল করে। নিশ্চয়ই আপনি একটি বড়, প্রশস্ত এবং রাজপথকেই বুঝবেন। অনেক গুলো রাস্তা নয়।

ঠিক তেমনিভাবে আল-াহ (সুব:) সিরাতে মুস্তাকীম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়ার জন্য নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহীনদের রাস্তার কথা উলে-খ করেছেন। এখন আপনি যদি এর দ্বারা অনেক গুলো রাস্তা এবং অনেক তরীকার কথা বুঝেন তাহলে আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, নবী, শহীদ, সিদ্দীক ও সালেহীনগনের রাস্তা কি আলাদা আলাদা ছিল? তারা কি

[৭০] সুরা নিসা ৪:৬৯।

ভিন্ন ভিন্ন রাস্তায় চলে গিয়েছেন? তারা কি এক রাস্তার অনুসারী ছিলেন না? আসল কথা হলো, যুগে যুগে ভ্রান্ত লোকেরা এভাবেই আল-াহর কালামের ভুল ব্যাখ্যা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। আপনি নিশ্চিত থাকুন যে, নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহীনগণ একই রাস্তায় চলে গেছেন। একই তরিকার অনুসরণ করেছেন। আর সেটা হলো ইসলাম। তারা সকলেই ছিলেন মুসলিম। তাদের ভিন্ন ভিন্ন কোন তরীকা ছিল না। তারা কেউ চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নকশাবন্দিয়া, মুজাদ্দেদিয়া ইত্যাদি তরিকার অনুসারী ছিলেন না। এমনকি ইসলামের সোনালী যুগে এসব তরিকার কোন অস্তিত্বও ছিল না। তাই আমাদেরকেও মানব রচিত সকল প্রকার দল-মত, ফেরকা-তরীকা, তন্ত্র-মন্ত্র বর্জণ করে শুধু মাত্র কুরআন-সুন্নাহর বাতলানো তরীকা 'ইসলাম' এর অনুসরণ করতে হবে।

প্রশ্ন: পবিত্র কুরআনে আল-াহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

অর্থ: "আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে আমি অবশ্যই আমার পথ সমূহে পরিচালিত করব। আর নিশ্চয় আল-াহ সৎকর্মশীলদের সাথেই আছেন।" এই আয়াতে কি অনেক গুলো পথের প্রমাণ পাওয়া যায় না?

উত্তর: "এ আয়াতে আমার পথ সমূহ বলতে ইবাদতের বিভিন্ন আমল যথা সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত, ঈমান, ইসলাম, ইহসান, ফরজ, নফল, জিহাদ, কিতাল ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে গ্রহণযোগ্য তাফসীরের কিতাবসমূহ থেকে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করা হলো।

তাফসীরে বাগাভীতে উলে-খ করা হয়েছে:

{ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا } الذين جاهدوا المشركين لنصرة ديننا، { لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا } لنثبتنهم على ما قاتلوا عليه. وقيل: لنزيدنهم هدى كما قال: "ويزيد الله الذين اهتدوا هدى" (مريم–৭৬) ، وقيل: لنوفقنهم لإصابة الطريق المستقيمة، والطريق المستقيمة هي التي يوصل بها إلى رضا الله عز وجل. قال سفيان بن عيينة: إذا اختلف الناس

فانظروا ما عليه أهل (১) الثغور، فإن الله قال: { وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا }

অর্থ: "যারা আমার দ্বীনের সাহায্যার্থে মুশরিকদের বির"দ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে অবশ্যই আমার পথ সমূহ দেখাব অর্থাৎ তারা যে বিষয়ে যুদ্ধ করছে তার উপর অটল রাখবো অথবা অবশ্যই তাদের হেদায়াত বৃদ্ধি করে দিব যেভাবে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে: 'আর যারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে আল-াহ তাদের হিদায়াত প্রাপ্তি আরো বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে তাদের তাকওয়া প্রদান করেন।' অথবা আমি তাদেরকে সিরাতে মুস্তাকিম সঠিকভাবে চেনার তওফিক দান করি। আর সিরাতে মুস্তাকীম হলো ঐ রাস্তা যে রাস্তায় চলে আল-াহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। সুফিআন ইবনে উয়াইনা বলেন: যখন কোন বিষয়ে কোনটি হক তা নিয়ে মানুষের মধ্যে বিতর্ক দেখা দেয় তখন তোমরা 'আহলে সাগুর' অর্থাৎ আল-াহর রাস্তায় যুদ্ধরত মুজাহিদীনদের মতামত কি তা দেখ। কেননা আল-াহ (সুব:) বলেন: 'যারা আমার রাস্তায় জিহাদ করবে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার সঠিক পথসমূহ দেখাব।"[৭১]

তাফসীরে আদওয়াউল বায়ানে উলে-খ করা হয়েছে:

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أن الذين جاهدوا فيه ، أنه يهديهم إلى سبل الخير والرشاد ، وأقسم على ذلك بدليل اللام في قوله : لنهدينهم .

অর্থ: "আল-াহ (সুব:) এই আয়াতে বলেছেন: যারা আল-াহর রাস্তায় জিহাদ করবে আল-াহ (সুব:) তাদেরকে বিভিন্ন কল্যাণময় এবং সঠিক কাজের দিশা দিবেন।"

পবিত্র কুরআনে অন্য একটি আয়াতে এ বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

{ والذين اهتدوا زَادَهُمْ هُدًى } [محمد : ১৭]

অর্থ: "আর যারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে আল-াহ তাদের হিদায়াত প্রাপ্তি আরো বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে তাদের তাকওয়া প্রদান করেন।"[৭২]

আইসার"ত তাফাসীর কিতাবে উলে-খ করা হয়েছে:

[৭১] তাফসীরে বাগাভী সুরা আনকাবুত ৬৯ আয়াতের তাফসীর।
[৭২] তাফসীরে আদওয়াউল বায়ান সুরা আনকাবুত ৬৯ আয়াতের তাফসীর।

{ والذين جاهدوا فينا } : أي بذلوا جهدهم في تصحيح عقائدهم وتزكية نفوسهم وتهذيب أخلاقهم ثم بقتال أعداء الله من أهل الكفر المحاربين للاسلام والمسلمين .
{ لنهدينهم سبلنا } : أي لنوفقنَّهم إلى معرفة ما يوصل إلى محبتنا ورضانا ونعينهم على تحصيله .

অর্থ: "যারা আক্বিদাহ বিশ্বাস কে বিশুদ্ধ করার জন্য, আত্মাকে শুদ্ধ করার জন্য ও উত্তম চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে অত:পর ইসলাম ও মুসলিমদের বির"দ্ধে যুদ্ধরত সকল কাফের-মুশরিকদের বির"দ্ধে যুদ্ধ করবে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার মুহাব্বত ও সন্তুষ্টি অর্জনের সঠিক পথ চিনার তাওফিক দান করবো এবং তা অর্জনের সাহায্য করবো।"[৭৩]

পরবর্তীতে বলা হয়েছে:

{ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين } في هذه الاية بشرى سارة ووعد صدق كريم ، وذلك أن من جاهد في سبيل الله اي طلبا لمرضاة الله بالعمل على إعلاء كلمته بأن يعبد معه سواه فقاتل المشركين يوم يؤذن له في قتالهم يهديه الله تعالى أي يوفقه إلى سبيل النجاة من المرهوب والفوز بالمحبوب

অর্থ: "এটি একটি আশাব্যাঞ্জক সুসংবাদ এবং সুন্দর ও সত্য অঙ্গিকার। আর তা হলো: আল-াহর সন্তুষ্টির জন্য যারা আল-াহর রাস্তায় যুদ্ধ করে, আল-াহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য কাফের-মুশরিকদের বির"দ্ধে যুদ্ধ করতে যখনই তাদের ডাকা হয় তখনই তারা যুদ্ধের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ে আল-াহ (সুব:) তাদেরকে সকল প্রকার ভয়–ভীতি থেকে মুক্তির পথ দেখাবেন এবং উভয় জগতে সফলতা অর্জনের রাস্তা খুলে দিবেন।"[৭৪]

তাফসীরে তবারীতে বলা হয়েছে:

{ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (৬৯) } يقول تعالى ذكره: والذين قاتلوا هؤلاء المفترين على الله كذبا من كفار قريش، المكذّبين بالحقّ لما جاءهم فينا، مُبتغين بقتالهم علوّ كلمتنا، ونُصرة ديننا(لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا) يقول:

[৭৩] আইসার"ত তাফাসীর সুরা আনাকবুত এর ৬৯ আয়াতের তাফসীর।
[৭৪] আইসার"ত তাফাসীর সুরা আনাকবুত এর ৬৯ আয়াতের তাফসীর।

لنوفقنهم لإصابة الطريق المستقيمة، وذلك إصابة دين الله الذي هو الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم

অর্থ: "আল-াহ (সুব:) বলেন, যারা আল-াহর বির"দ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়, যারা সত্য উদ্ভাসিত হওয়ার পরেও তাকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করে কুরাইশদের এ জাতীয় কাফেরদের বির"দ্ধে আমার দ্বীনকে সাহায্য করার জন্য এবং আমার কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য যারা যুদ্ধ করবে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার সঠিক পথ সমূহ পাওয়ার অবশ্যই তাওফিক দিব। আর তা হচ্ছে শুধমাত্র ইসলাম। যা দিয়ে মুহাম্মদ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম কে প্রেরণ করা হয়েছে।"[৭৫]

তাফসীরে রাজিতে বলা হয়েছে:

{ والذين جاهدوا فِينَا } أي الذين نظروا في دلائلنا { لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا } أي لنحصل فيهم العلم بنا

অর্থ: "যারা আমার দলীল-প্রমাণ সমূহের ভিতর গভীর মনোযোগ দিবে আমি অবশ্যই তাদের মধ্যে আমাকে চেনার জ্ঞান দান করবো।"[৭৬]

তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে উলে-খ করা হয়েছে:

{ والذين جاهدوا فِينَا } في شأننا ومن أجلنا ولوجهنا خالصاً ففيه مضاف مقدر ، وقيل : لا حاجة إلى التقدير بحمل الكلام على المبالغة بجعل ذات الله سبحانه مستقر للمجاهدة وأطلقت المجاهدة لتعم مجاهدة الأعادي الظاهرة والباطنة بأنواعهما { لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا } سبل السير إلينا والوصول إلى جنابنا ، والمراد نزيدنهم هداية إلى سبل الخير وتوفيقاً لسلوكها فإن الجهاد هداية أو مرتب عليها ، وقد قال تعالى : { والذين اهتدوا زَادَهُمْ هُدًى } [محمد : ١٧] وفي الحديث « من عمل بما علم ورثه الله تعالى علم ما لم يعلم »

অর্থ: "যারা শুধুমাত্র আমার পথে আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সকল প্রকার জাহেরী-বাতেনী শত্র"দের বির"দ্ধে জিহাদ করবে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে চলার ও আমার পর্যন্ত পৌঁছানোর রাস্তাসমূহ বাতলে দিব। অর্থাৎ

[৭৫] তাফসীরে তাবারী সুরা আনকাবুতের ৬৯ নং আয়াতের তাফসীর।
[৭৬] তাফসীরে রাযী সুরা আনকাবুতের ৬৯ নং আয়াতের তাফসীর।

সৎপথে চলা ও ভাল কাজ করার তাওফিক দান করবো। যেমন আল-াহ (সুব:) অন্য আয়াতে বলেন: "আর যারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে আল-াহ তাদের হিদায়াত প্রাপ্তি আরো বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে তাদের তাকওয়া প্রদান করেন।"[৭৭]

তাফসীরে ইবনে আব্বাস রা. নামক কিতাবে উলে-খ করা হয়েছে:

{ والذين جَاهَدُواْ فِينَا } في طاعتنا قال ابن عباس في قول الله { لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا } أي من عمل بما علم لنوفقنهم لما لا يعلمون ويقال لنهدينهم سبلنا لنكرمنهم بالطبع والطوع والحلاوة ويقال لنهدينهم سبلنا لنوفقنهم لطاعتنا

অর্থ: "যারা আমার আনুগত্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করবে আমি তাদের অবশ্যই আমার পথসমূহ দেখাব। ইবনে আব্বাস রা. এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন: অর্থাৎ যারা নিজের ইলম অর্থাৎ জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে আমি অবশ্যই তাদের অজানাকে জানিয়ে দিব। অথবা অবশ্যই তাদেরকে ঈমানের দৃঢ়তা, ঈমানের স্বাদ-আস্বাদন করানোর মাধ্যমে সম্মান করবো। অথবা আমার আনুগত্যের তাওফিক দিব।"[৭৮]

এই হলো এই আয়াতের কিছু গ্রহণযোগ্য তাফসীর যার দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এই আয়াতে বর্ণিত 'আমার পথ সমূহ' বলতে তথাকথিত পীর সাহেবদের বানানো চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নকশাবন্দিয়া, মুজাদ্দেদিয়াসহ কোন তরীকা বা মানব রচিত গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সহ কোন রাস্তাকে বুঝানো হয় নাই। সুতরাং এই আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে নিজেরা গোমরাহ হওয়া ও অন্যকে গোমরাহ করার পরিবর্তে সকলেরই আল-াহ প্রদত্ত্ব 'সিরাতে মুস্তাকীম' তথা আল-াহকে পাওয়ার সরল, সোজা ও সহজ পথে ফিরে আসা উচিত। হেরার আলোকোজ্জ্বল দীপ্তময় রাজপথে ফিরে আসা উচিত। আল-াহ (সুব:) আমাদের তাওফিক দান কর"ন।

প্রশ্ন: সত্যিকার অর্থে কুরআন ও সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত কোন দল দুনিয়াতে আছে কি?

[৭৭] তাফসীরে র"হুল মাআ'নী সুরা আনকাবুতের ৬৯ নং আয়াতের তাফসীর।
[৭৮] তাফসীরে ইবনে আব্বাস সুরা আনকাবুতের ৬৯ নং আয়াতের তাফসীর।

উত্তর: হ্যাঁ! অবশ্যই আছে। কেননা রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম বলেছেন:

عَنْ مُعَاوِيَة بْن قُرَّة عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَزَال طَائِفَة مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يَضُرّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُوم السَّاعَة

অর্থ: "মুআ'বিয়া ইবনে কুররা রা. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম ইরশাদ করেছেন: 'আমার উম্মতের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাকবে, তাদের বিরোধিরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"[৭৯]

এ সম্পর্কে আরও একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يُبَالُونَ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ

অর্থ: "মুআ'বিয়া ইবনে কুররা রা. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম ইরশাদ করেছেন: 'আমার উম্মতের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাকবে, তারা তাদের বিরোধিদের কোন পরোয়া করবে না"[৮০]

এই হাদীস দুটি ও আরো অনেক হাদীসে বলা হয়েছে যে, কেয়ামত পর্যন্ত একটি দল আল-াহর পক্ষ থেকে সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে থাকবে। তারা কাউকে পরোয়া করবে না। কে তাদের পক্ষে কে বিপক্ষে, কে সাহায্য করলো আর কে সাহায্য করলো না এটা তারা পরোয়া করবে না। কিন্তু তারা কি করবে এবং তাদের আমল কি হবে তা খাস করে উলে-খ করা হয় নি। একারণেই মুহাদ্দিসীনগণ এই দলটিকে চিহ্নিত করার জন্য বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

ইমাম বুখারী বলেন:

قَالَ الْبُخَارِىْ هُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ এরা হলেন 'আহলুল ইলম'।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেন:

[৭৯] সুনানে ইবনে মাজাহ ৬;

[৮০] মুসনাদে আহমদ ১৫৫৯৬।

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِنْ لَمْ يَكُوْنُوْا أَهْلَ الْحَدِيْثِ فَلا أَدْرِيْ مَنْ هُمْ

অর্থ: "এরা যদি আহলে হাদীসরা না হয় তাহলে এরা কারা তা আমি জানি না।"

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্মলের বক্তব্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কাযি ইয়াজ বলেন:

قَالَ الْقَاضِيْ عِيَاضُ اِنَّمَا أَرَادَ أَحْمَدُ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَمَنْ يَعْتَقِدُ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ

অর্থ: "ইমাম আহমদের উদ্দেশ্য হচ্ছে 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত এবং যারা আহলুল হাদীসদের মতানুযায়ী আকীদাহ বিশ্বাস রাখে।"

ইমাম নববী বলেন:

قُلْتُ وُيَحْتَمِلُ أَنَّ هَذِهِ الطَّائِفَةَ مُتَفَرِّقَةٌ بَيْنَ أَنْوَاعِ الْمُؤمِنِينَ مِنْهُمْ شُجْعَانٌ مُقَاتِلُوْنَ وَمِنْهُمْ فُقَهَاءُ وَمِنْهُمْ مُحَدِّثُوْنَ وَمِنْهُمْ زُهَّادٌ وَآمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَمِنْهُمْ أَهْلُ أَنْوَاعٍ أُخْرَى مِنَ الْخَيْرِ وَلاَ يَلْزَمُ أَنْ يَكُوْنُوا مُجْتَمِعِيْنَ بَلْ قَدْ يَكُوْنُوْنَ مُتَفَرِّقِيْنَ فِيْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ

অর্থ: "এটা হতে পারে যে, ইসলামের বিভিন্ন শাখার মধ্যে এই দল ছড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে রয়েছে শক্তিশালী যোদ্ধা এবং তাদের মাঝে রয়েছে ন্যায় বিচারকগণ এবং তাদের মধ্যে আরো রয়েছে হাদীস বিশারদগণ এবং তাদের মাঝে আরো একদল রয়েছে যারা গভীর ইবাদতে মগ্ন এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য তারা নিজেদেরকে পার্থিব জীবনের সামগ্রী থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। এবং তাদের মাঝে অন্যান্য ভাল প্রকৃতির মানুষও রয়েছে। এবং এটা আবশ্যক নয় যে, তাদেরকে একসাথে থাকতে হবে বরং হতে পারে যে, তারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়েও থাকতে পারে।"[৮১]

আমাদের বক্তব্য:

[৮১] শরহে নববী আলাল মুসলিম ১৩ নং খন্ড ৬৭ নং পৃষ্ঠা।

যদিও ইমাম বুখারী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম নববী, ইমাম তিরমিযি সহ বিভিন্ন জন বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন তবুও যেহেতু উপরোক্ত হাদীসগুলোতে নির্দিষ্ট কোন গ্র"পকে খাস করা হয় নি। কিন্তু অন্য কিছু হাদীসে এই দলটির বিশেষ একটি পরিচয় দেওয়া হয়েছে যে তারা 'যুদ্ধ' করবে। তাতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, যদিও ইসলামের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা ইসলামের গুর"ত্বপূর্ণ খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন এবং যাবেন সেই হিসাবে তারা নাজাত প্রাপ্ত দলের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পরকালে নাজাত প্রাপ্তও হবেন। কিন্তু 'আত-তায়েফাতুল মানসুরাহ'র দ্বারা তাদেরকে বুঝানো হয়নি। বরং 'আত-তায়েফাতুল মানসুরাহ' দ্বারা মুজাহিদীনদেরকেই বুঝানো হয়েছে। যারা আল-াহর রাস্তায় সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। হাদীসগুলো নিম্নে পেশ করা হলো:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– أَنَّهُ قَالَ « لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ».

অর্থ: "জাবের বিন সামুরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম ইরশাদ করেছেন: এই দ্বীন কেয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে, মুসলিমদের একটি দল সর্বদা দ্বীনের জন্য যুদ্ধ করতে থাকবে।" [৮২]

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ »

অর্থ: "ইমরান বিন হুসাইন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন আমার উম্মতের একটি দল হকের পক্ষে যুদ্ধ করতে থাকবে। যারা তাদের বিরোধীদের উপর বিজয়ী থাকবে। তাদেরই সর্বশেষ দলটি মসিহে দাজ্জালের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করবে।"[৮৩]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ – قَالَ – فَيَنْزِلُ عِيسَى

[৮২] সহীহ মুসলিম ৫০৬২।
[৮৩] সুনানে আবূ দাউদ ২৪৮৬।

ابْنُ مَرْيَمَ –صلى الله عليه وسلم– فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا. فَيَقُولُ لاَ. إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ. تَكْرِمَةَ اللَّهِ هَذِهِ الأُمَّةَ

অর্থ: "জাবের ইবনে আবদুল-াহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম বলেছেন, আমার উম্মতের একটি দল হকের উপর যুদ্ধ করতে থাকবে, কিয়ামত পর্যন্ত তারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। অতপর ইসা ইবনে মারইয়াম (আ:) অবতীর্ণ হবেন। মুসলিমদের আমীর বলবেন, সামনে আসুন এবং ইমামতি কর"ন। ঈসা আ: বলবেন, না! বরং তোমরা একে অপরের ইমাম হবে। এটা আল-াহর পক্ষ থেকে এ উম্মতের জন্য সম্মান স্বরূপ।" [৮৪]

উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে পরিষ্কারভাবে 'আত তায়েফাতুল মানসুরাহ'র একটি বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল। আর তা হচ্ছে, তারা কিতাল করবে, যুদ্ধ করবে এবং এরাই শেষ পর্যন্ত ঈসা (আ:) এর সঙ্গে মিলিত হয়ে দাজ্জালকে হত্যা করবে। সুতরাং যারা আল-াহর রাস্তায় কাফের-মুশরিকদের বির"দ্ধে যুদ্ধ করে না বা যুদ্ধ করার কোন পরিকল্পনাও নেই তারা নাজাতপ্রাপ্ত বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল হলেও 'আত তায়েফাতুল মানসুরাহ' বা সাহায্যপ্রাপ্ত দল হতে পারে না।

বর্তমানে যারা নিজেদেরকে 'আত তায়েফাতুল মানসুরাহ'র অনুসারী হিসেবে দাবী করে অথচ জিহাদের নাম শুনলে তাদের চেহারা মলিন হয়ে যায়, কপালে ভাঁজ পরে যায়, রাগে-ক্ষোভে দাঁত কড়মড় করে, হৃদপিন্ডের স্পন্দন বেড়ে যায় তাদের জানা উচিৎ যে, ঈসা (আ:) যুদ্ধ করবেন, ইমাম মাহদীও যুদ্ধ করবেন।

সুতরাং যারা কোন পরাশক্তির চোখ রাঙ্গানী আর অস্ত্রের ঝনঝনানীর তোয়াক্কা না করে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন তারাই ইমাম মাহদীর সঙ্গে এবং ঈসা (আ:) এর সঙ্গে মিলিত হবেন এবং দাজ্জালের বির"দ্ধে যুদ্ধ করবেন। আর যারা বর্তমানে জিহাদের বিরোধিতা করছে, জিহাদের অপব্যাখ্যা করছে, মুজাহিদীনদের সমালোচনা করছে এবং তাদেরকে সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদী বলে আখ্যায়িত করছে। যারা ইয়াহুদী-খৃষ্টান, হিন্দু-বৌদ্ধ, নাস্তিক-মুরতাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের খুশি করার জন্য নফসের জিহাদ, কলমের জিহাদ ও

[৮৪] সহীহ মুসলিম ৪১২; সুনানে বাইহাকী ১৮৩৯৬; ইবনে হিব্বান ৬৮১৯।

কথার জিহাদ ইত্যাদির দ্বারা অপব্যাখ্যা করছে   তারা অচিরেই দাজ্জালের বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে মুজাহিদীনদের বির‍ুদ্ধে নানারকম ফতওয়া দিবে আর দাজ্জালকে সমর্থন যোগাবে।

সুতরাং বিভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্ন করে জিহাদ ও কিতালের পথে চলে আসুন। 'আত তায়েফাতুল মানসুরাহ'র এর সদস্য হোন। শাহাদাতের তামান্নায় এগিয়ে যান নবী-রাসূলগণের আলোক উজ্জ্বল দীপ্ত রাজপথের দিকে।

প্রশ্ন: 'আত-তায়েফাতুল মানসুরাহ' হিসাবে যাদের পরিচয় দেওয়া হলো বর্তমান বিশ্বে তাদের সংখ্যা খুবই নগন্য। এর কারণ কি?

উত্তর: রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এ বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ ».

অর্থ: "আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম ইরশাদ করেছেন, 'ইসলাম অপরিচিত আগন্তুকের ন্যায় আরম্ভ হয়েছে আবার সেই অপরিচিত আগন্তুকের অবস্থায় ফিরে যাবে। কতইনা সৌভাগ্য সেই 'গোরাবাদের'।"[৮৫]

এছাড়া পবিত্র কুরআনেও হকের পক্ষে অল্প সংখ্যক লোক থাকবে বলে জানানো হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে কয়েকটি আয়াত তুলে ধরা হলো।

{ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ} [البقرة : ২৪৬]

অর্থ: "অতঃপর যখন তাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করে দেওয়া হলো, তখন তাদের মধ্য থেকে স্বল্প সংখ্যক ছাড়া সকলেই তার থেকে বিমুখ হল। আর আল-াহ যালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত।" (সুরা বাকারা ২:২৪৬।)

{فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا} [النساء : ৪৬]

অর্থ: " তাদের কম সংখ্যক লোকই ঈমান আনে।" (সুরা নিসা ৪:৪৬।)

{وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا} [النساء : ৮৩]

[৮৫] সহীহ মুসলিম ৩৮৯।

অর্থ: "আর যদি তোমাদের উপর আল-াহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত না হত, তবে অবশ্যই অল্প কয়েকজন ছাড়া তোমরা সকলেই শয়তানের অনুসরণ করতে।" (সুরা নিসা ৪:৮৩।)

{وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ } [هود : ৪০]

অর্থ: " আর তার (নুহ আ:) সাথে অল্পসংখ্যকই ঈমান এনেছিল।" (সুরা হুদ ১১:৪০)

এই আয়াত এবং হাদীসের দ্বারা প্রমানিত হলো যে, যুগে যুগে হকের পক্ষে অল্প সংখ্যক লোকই অবস্থান নিয়েছে। আর বেশীর ভাগ লোক তাদের অবজ্ঞা করেছে। এ সম্পর্কেও পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত নিম্নে পেশ করা হলো:

{أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} [البقرة : ১০০]

অর্থ: " তাদের অধিকাংশ ঈমান রাখে না।" (সুরা বাকার ২:১০০।)

{أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} [الأنعام : ৩৭]

অর্থ: "তাদের অধিকাংশই জানে না।" (সুরা আনআম ৬:৩৭)

{ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ } [الأنعام : ১১১]

অর্থ: "তাদের অধিকাংশ লোকই অজ্ঞ।" (সুরা আনআম ৬:১১১))

{وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ} [الأعراف : ১৭]

অর্থ: "তাদের অধিকাংশ লোককেই আপনি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কারী হিসেবে পাবেন না।" (সুরা আরাফ ৭:১৭)

{وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ} [الأعراف : ১০২]

অর্থ: "তাদের অধিকাংশ লোককে আপনি ফাসেক (পাপাচারি) হিসেবেই পাবেন।" (সুরা আরাফ ৭:১০২)

{وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} [يوسف : ১০৬]

অর্থ: "তাদের অধিকাংশ লোক আল-াহর প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও মুশরিক (যথাযথভাবে ঈমান না আনার কারণে)।"[৮৬]

{أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا} [الفرقان : 88]

[৮৬] সুরা ইউসুফ ১২:১০২।

অর্থ: "তুমি কি মনে কর যে, তাদের অধিকাংশ লোক শোনে অথবা বুঝে? তারা কেবল পশুদের মতো; বরং তারা আরো অধিক পথভ্রষ্ট।"[৮৭]

উপরোক্ত আয়াতগুলো দ্বারা বুঝা গেল যে, লোকসংখ্যা বেশী হওয়া বা দলে ভারী হওয়া কোন সত্যের মাপকাঠি নয়।

প্রশ্ন: হাদীসে 'সাওয়াদে আ'জম' বা বড় দলকে অনুসরন করতে বলা হয়েছে। উপরের বক্তব্য তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয় কি?

উত্তর: 'সাওয়াদে আ'জম' বা বড় দলের অনুসরন সম্পর্কীয় যেই হাদীসটি পেশ করা হয় সেটি হলো এই:

عَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاْ يَجْمَعُ اللهُ هَذِه الْأُمَّةُ عَلَىْ الضَّلَاْلَةِ أَبَداً وَقَالَ يَدُ اللهِ عَلَىْ الْجَمَاعَةِ فَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الأَعْظَمَ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِيْ النَّارِ

অর্থ: "ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম বলেন, আল-াহ এই উম্মতকে গোমরাহীর উপর একত্র করবেন না এবং আল-াহর হাত জামা'আহ এর উপর। সুতরাং তোমরা অনুসরন করো বড় জামা'আহকে। যে ব্যক্তি জামা'আহ থেকে বের হয়ে যায় সে জাহান্নামে প্রবেশ করে।"[৮৮]

প্রথমত: এই হাদীসটি পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াত এবং রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম থেকে বর্ণিত অসংখ্য সহীহ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। তাছাড়া এই হাদীস সম্পর্কে হাদীসের ইমামগণ যা বলেছেন তার কিছু অংশ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ফুয়াদ আবদুল বাকী, ইবনে মাজা'র তাহকীক করতে গিয়ে বলেন :

وَالْحَدِيْثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِيْ الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْجُمْهُوْرِ . ضَعِيْفٌ جِدا دُوْنَ الْجُمْلَةِ الْأُوْلَىْ

অর্থ: "এই হাদীসের প্রথমাংশের দ্বারা বুঝা যায় যে জুমহুরের (সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদের) কথা অনুযায়ী আমল করা উচিত। তবে প্রথম বাক্যটি ছাড়া বাকি হাদীসটি খুবই দূর্বল।"[৮৯]

---

[৮৭] সুরা ফুরকান ২৫:৪৪।
[৮৮] ইবনে মাজাহ ৩৯৫০; মুসতাদরাকে হাকেম ২৫১; জামেউল আহাদীস ১৭৫১; কানযুল উম্মাল ১০২০।
[৮৯] তাহকীকে ইবনে মাজাহ ৩৯৫০ নং হাদীসের তাহকীক।

ইমাম যাহাবী বলেন:

خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ الْقَرْنِيْ هَذَا شَيْخٌ قَدِيْمٌ لِلْبَغْدَادِيِّيْنَ وَ لَوْ حَفِظَ هَذَا الْحَدِيْثَ لَحَكَمْنَا لَهُ بِالصِّحَّةِ

অর্থ: "হাদীসের বর্ণনাকারী খালেদ ইবনে ইয়াযিদ আল কারণী বাগদাদের একজন পুরাতন শায়েখ। যদি তিনি এই হাদীসটি হিফজ করতেন তাহলে আমরা তাকে সহীহ হিসাবে ঘোষণা করতাম।"[৯০]

যদি তর্কের খাতিরে হাদীসটিকে মেনেও নেওয়া হয় তাহলেও এর দ্বারা কুরআন সুন্নাহর সঠিক অনুসারী হকপন্থীদের মধ্যে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের কথা বলা হয়েছে। আমভাবে সাধারণ জনতার সংখ্যাগরিষ্ঠের কথা বলা হয়নি। কারণ তাহলে পবিত্র কুরআনের আয়াতের সরাসরি বির"দ্ধে চলে যায়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ } [الأنعام: ১১৬]

অর্থ: "আর যদি তুমি যারা যমীনে আছে তাদের অধিকাংশের (মতের) আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাকে আল-াহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা শুধু ধারণারই অনুসরণ করে এবং তারা শুধু অনুমানই করে।"[৯১]

প্রশ্ন: হাদীসে বর্ণিত 'গোরাবা'দের পরিচয় কি?

উত্তর: গোরাবাদের পরিচয় দিতে গিয়ে হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ بَدأ غَرِيباً وَيَرْجِعُ غَرِيباً فَطُوبَى لِلْغُرَباءِ الذِينَ يُصْلِحُونَ ما أَفْسَدَ الناسُ بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي

অর্থ: "নিশ্চয়ই দ্বীন অপরিচিত আগন্তুকের ন্যায় যাত্রা শুর" করেছে এবং অচিরেই সেই অপরিচিত আগন্তুকের মত ফিরে আসবে। সুতরাং কতইনা সৌভাগ্যবান সেই সকল গোরাবাগণ যারা সংশোধন করবে আমার ঐ সকল সুন্নাতকে যেগুলো আমার পরে লোকেরা ধ্বংস করেছে।"[৯২]

আল-াহ (সুব:) আমাদেরকে এই যুগের গোরাবা হিসাবে কবুল কর"ন। আমীন!

---

[৯০] তাককীকে মুসতাদরাকে হাকেম লিল ইমাম আয যাহাবী ৩৯১ নং হাদীস।
[৯১] সুরা আনআম ১১৬।
[৯২] সুনানে তিরমিযী ২৬৩০। হাদীসটি হাসান সহীহ।